বার্ষিক প্রতিবেদন (পুস্তিকা)

২০২১-২২

বাংলাদেশ পাটকল করপোরেশন
আদমজী কোর্ট (এনেক্স-১), মতিঝিল, ঢাকা-১০০০
পিএবিএক্স : ০২২২৩৩৮৮১৮২, ০২২২৩৩৮৮১৮৪
ই-মেইল : bjmc.bd@gmail.com
ওয়েব : www.bjmc.gov.bd

সূচিপত্র

ক্র: নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
১.	ঐতিহাসিক পটভূমি, ভিশন (Vision) ও মিশন (Mission), কৌশল ও উদ্দেশ্য.....	২
২.	ভবিষৎ পরিকল্পনা, সমস্যা ও চ্যালেঞ্জসমূহ.....	৩
৩.	বিজেএমসি'র প্রধান কার্যাবলী ও পরিচালনা পর্ষদ, এন্টারপ্রাইজ বোর্ড, আঞ্চলিক দপ্তর ও মিলের সংখ্যা.....	৩-৪
৪.	জাতীয় দিবস পালন.....	৪-৯
৫.	বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম শতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে গৃহীত কার্যক্রম.....	৯-১১
৬.	বিজেএমসি'র কার্যাবলি.....	১১-২১
৭.	উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি, উল্লেখযোগ্য অর্জন.....	২২-২৫
৮.	বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় বিজেএমসি'র মিল ইজারা প্রদানের সেমিনার	২৫
৯.	গৃহীত প্রকল্পের বিবরণ.....	২৬-২৭
১০.	কোভিড-১৯ মোকাবেলায় গৃহীত কার্যক্রম.....	২৮
১১ .	শুদ্ধাচার চর্চা ও শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান	২৮-২৯
১২.	সিটিজেন চার্টার.....	২৯
১৩.	অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা.....	৩০
১৪.	তথ্য অধিকার.....	৩০
১৫.	বিজেএমসি'র ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবনী কর্মকাণ্ড	৩০-৩২
১৬.	এসডিজির লক্ষ্যমাত্রা অর্জন ও অগ্রগতি.....	৩২-৩৩
১৭.	Fourth Industrial Revolution (4IR) এর কর্মপরিকল্পনা এবং 4IR বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় গৃহীত কার্যক্রম.....	৩৩
১৮.	বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) বাস্তবায়ন.....	৩৪

পটভূমি :

রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ২৭/১৯৭২ মূলে ৭৮টি রাষ্ট্রায়ত্ত জুট মিল পরিচালন কাজ তত্ত্বাবধানের লক্ষ্যে বাংলাদেশ পাটকল করপোরেশন (বিজেএমসি) প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে ১৯৭৮-১৯৮১ সনে আরও ৪টি মিল স্থাপনের মাধ্যমে মিল সংখ্যা দাঁড়ায় (৭৮+৪)=৮২। "শিল্প প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ আইন ২০১৮" এর মাধ্যমে বিজেএমসি পুনর্গঠিত হয়।

২৭ সেপ্টেম্বর ১৯৮২ তারিখে সরকারের বিরাষ্ট্রীয়করণ নীতিমালার গেজেটের আওতায় ৩৫টি মিল সাবেক বাংলাদেশী মালিকদের নিকট শর্তসাপেক্ষে সরকার কর্তৃক হস্তান্তর করা হয়, ৮টি মিলের পুঁজি প্রত্যাহার করা হয় এবং ৭টি মিল সাবেক প্রাইভেটাইজেশন কমিশন (বর্তমানে বিডা)/বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিক্রি করা হয়, ফলে মিল সংখ্যা দাঁড়ায় [৮২-(৩৫+৮+৭)] = ৩২টি। এর মধ্যে ২০০২ সালে বন্ধ ঘোষিত ২টি মিল (আদমজী জুট মিলস লিঃ ও এবিসি লিঃ) সরকারি আদেশে বেপজার নিকট হস্তান্তর করা হয়।

সাবেক মালিকদের নিকট হস্তান্তরিত মিল সমুহের মধ্যে শর্ত ভঙ্গের কারণে ২০১৪ হতে ২০১৮ সনের মধ্যে সরকার কর্তৃক ৬টি মিল পুনঃগ্রহণ (Take Back) করে বিজেএমসি'র নিকট ন্যস্ত করা হয়।

সরকারি আদেশে বিজেএমসি'র নিয়ন্ত্রণাধীন ২৫টি মিলের শ্রমিকদের চাকুরি গোল্ডেন হ্যান্ডশেক সুবিধার আওতায় অবসানসহ উৎপাদন কার্যক্রম ০১/০৭/২০২০ খ্রিঃ তারিখ থেকে সম্পূর্ণরূপে বন্ধ ঘোষণা করা হয়। বন্ধ পরবর্তী সরকারি আদেশে ১৭টি মিল ইজারা প্রদানের উদ্দেশ্যে ২ দফায় EOI আহবান করা হয়। ১ম দফায় ২টি মিল বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় উৎপাদন কার্যক্রম চালু করেছে। ২য় দফায় ১টি মিলের চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে।

বিজেএমসি'র রূপকল্প এবং অভিলক্ষ্য :

রূপকল্প (Vission) :

অবকাঠামো ও সম্পদের যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে পাটখাতের উন্নয়ন।

অভিলক্ষ্য (Mission) :

- বিজেএমসি'র নিয়ন্ত্রণাধীন মিলসমূহ বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় চালু করে পাটপণ্যের দেশীয় ও আন্তর্জাতিক চাহিদা পূরণে ভুমিকা রাখা;
- কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা;
- আধুনিকায়ন করা;
- বিনিয়োগ আকর্ষণ করা;
- পাটশিল্পের জন্য দক্ষ জনবল সৃষ্টি করা;
- সম্পদের যথাযথ ব্যবহার ও প্রযুক্তি নির্ভর ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বিজেএমসিকে আত্মনির্ভরশীল প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা।

বিজেএমসি'র কৌশলগত উদ্দেশ্য :

কৌশলগত সাধারণ উদ্দেশ্য :

- মিলসমূহ বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় চালু করে পাটপণ্যের দেশীয় ও আন্তর্জাতিক চাহিদা পূরণ;
- নিয়ন্ত্রণাধীন পাটকলসমূহের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা;
- পাটশিল্পের জন্য দক্ষ জনবল সৃষ্টি করা;
- তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার, সম্প্রসারণ ও নিশ্চিতকরণ;
- পাটশিল্পে বৈদেশিক বিনিয়োগ আকর্ষণ।

কৌশলগত আবশ্যিক উদ্দেশ্য :

- দক্ষতার সঙ্গে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন;
- দক্ষতা ও নৈতিকতার উন্নয়ন;
- তথ্য অধিকার ও স্বতঃস্ফূর্ত তথ্য প্রকাশ বাস্তবায়ন;
- কার্যপদ্ধতি সহজিকরণ ও সেবার মানোন্নয়ন;
- আর্থিক ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন;
- সুশাসন ও সংস্কারমূলক কার্যক্রমের বাস্তবায়ন জোরদারকরণ।

বিজেএমসি'র প্রধান কার্যাবলি:

- নিয়ন্ত্রণাধীন পাটকলসমূহের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা;
- পাটপণ্যের বহুমুখী ব্যবহারে গবেষণা ও উদ্ভাবনী কার্যক্রম পরিচালনা করা;
- আধুনিকায়নের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণাধীন পাটকলসমূহের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা;
- পাটশিল্পের জন্য দক্ষ জনবল সৃষ্টি করা;
- পাটশিল্পে বৈদেশিক বিনিয়োগ আকর্ষণ করা;
- তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার, সম্প্রসারণ ও নিশ্চিতকরণ;
- পাটশিল্পে সরকারি নীতি ও পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা।

সমস্যা ও চ্যালেঞ্জসমূহ :

সরকারি বিনিয়োগের পরিবর্তে বেসরকারি বিনিয়োগ ও ব্যবস্থাপনায় রাষ্ট্রায়াত্ত্ব পাটকলসমূহ চালানোর সরকারি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মিলগুলো লিজ প্রক্রিয়ায় চালু করাই বিজেএমসি'র অন্যতম প্রধান চ্যালেঞ্জ। উক্ত চ্যালেঞ্জ বাস্তবায়নের পূর্বে উৎপাদন বন্ধকৃত মিলসমূহের অবসায়নকৃত শ্রমিকদের সকল পাওনাদি পরিশোধ করা, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন ভাতাদি প্রদান নিশ্চিত করা, অবসরপ্রাপ্ত শ্রমিক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের পিএফ ও গ্রাচুইটির অর্থ পরিশোধ করা, পাটপণ্যের বহুমুখীকরণ এবং ব্যবহার বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি করা, রাষ্ট্রায়াত্ত্ব পাটকলসমূহে বৈদেশিক/ দেশীয় বিনিয়োগ আকর্ষণ করা, বেসরকারি মিলসমূহের আধুনিকায়নে সরকারি সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন করা, ব্যবস্থাপনার সকল পর্যায়ে প্রযুক্তির প্রয়োগ করা, ব্যবহার উপযোগী জমিসহ সকল সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করাসহ বিজেএমসি'র অবসায়নকৃত শ্রমিকদের দক্ষতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণের মাধ্যম প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতিকরণ নিশ্চিত করতে হবে।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা :

বিজেএমসি'র ভবিষৎ কার্যক্রম হিসেবে সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার-২০১৮, রুপকল্প-২০৪১, SDG ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনাসহ বিভিন্ন নীতি পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্য রেখে সরকারি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা, বিজেএমসি'র বন্ধ ঘোষিত সকল মিল পর্যায়ক্রমে লিজ প্রক্রিয়ায় চালু করা, বৈদেশিক বিনিয়োগ আকর্ষণ ও ৪র্থ শিল্প বিপ্লবকে সামনে রেখে বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় মিলসমূহ আধুনিকায়ন এবং অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাজার সম্প্রসারণ করা, বিজেএমসি'র ব্যবস্থাপনার সকল পর্যায়ে আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করা, পাটপণ্যের বহুমুখীকরণে উদ্ভাবনী উদ্যোগ গ্রহণ এবং গবেষনামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা, সোনালি ব্যাগের বাণিজ্যিক উৎপাদন চালু করা, মিলগুলোর ব্যবহার উপযোগী জমিসহ সকল সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করা। সর্বোপরি বিজেএমসি'কে আত্মনির্ভরশীল প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলা।

পরিচালনা পর্ষদ :

মহামান্য রাষ্ট্রপতির আদেশ নং : ২৭, ১৯৭২ অনুযায়ী বিজেএমসি'র পরিচালনা পর্ষদে সরকারের অতিরিক্ত সচিব পদমর্যাদার ১ জন চেয়ারম্যান এবং সরকারের যুগ্মসচিব পদমর্যাদার ৫ জন পরিচালক ও উপসচিব পদ পর্যায়ের ১ জন মুখ্য পরিচালন কর্মকর্তা রয়েছে। বিজেএমসি'তে কর্মরত পরিচালনা পর্ষদের সদস্যগণ সরকার কর্তৃক প্রেষণে নিয়োজিত হয়ে বিজেএমসি'র কর্মকান্ড পরিচালনা করছেন। মিলসমূহের কার্যক্রম তদারকির জন্য প্রতিটি মিল পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার জন্য একটি করে এন্টারপ্রাইজ বোর্ড আছে। উক্ত এন্টারপ্রাইজ বোর্ড বিজেএমসি'র পরিচালক মন্ডলির একজন সদস্য সভাপতি, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়, অর্থমন্ত্রণালয়, অর্থায়নকারী ব্যাংক, বিজেএমসি'র আঞ্চলিক সমন্বয়কারী কর্মকর্তা, বিজেএমসি ও সংশ্লিষ্ট মিলের (প্রকল্প প্রধান) ১ জন করে সদস্য সমন্বয়ে গঠিত।

আঞ্চলিক দপ্তর :

মিলের কার্যক্রম মনিটরিং করার নিমিত্তে বিজেএমসি'র মিলসমূহকে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও খুলনা এ তিনটি অঞ্চলে ভাগ করা হয়েছে। অঞ্চল সমূহের দায়িত্বে রয়েছেন একজন করে আঞ্চলিক সমন্বয় কর্মকর্তা। আঞ্চলিক সমন্বয় কর্মকর্তা বিজেএমসি প্রধান কার্যালয় এবং মিলসমূহের সমন্বয়সহ সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের মিলসমূহের তদারকি ও অর্পিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন করেন।

বিজেএমসি'র নিয়ন্ত্রণাধীন মিলের সংখ্যা :

মিলের ধরণ

পাটকল/জুট মিল.....২২টি
নন-জুট মিল..... ৩টি
বন্ধ মিল (মনোয়ার জুট মিলস লিঃ মামলা জনিত কারণে হস্তান্তর হয়নি)..... ১টি
পুনঃগ্রহণকৃত মিলের সংখ্যা..... ৬টি
মোট মিলের সংখ্যা..... ৩২টি

পুনঃগ্রহণকৃত মিলসমূহ :

সরকার কর্তৃক ২৭ সেপ্টেম্বর ১৯৮২ সালে গেজেট অনুযায়ী বিজেএমসি'র আওতাধীন ৩৫টি মিলের ব্যবস্থাপনা সরকার কর্তৃক হস্তান্তর করা হয়। উল্লিখিত মিলসমূহের মধ্যে শর্ত ভঙ্গের কারণে নিম্নলিখিত ০৬ টি মিল সরকার কর্তৃক পুনঃগ্রহণ (Take back) এবং ব্যবস্থাপনার জন্য বিজেএমসি'র অধীনে ন্যস্ত করা হয় :

১। ঢাকা জুট মিলস্ লিঃ, কেরানীগঞ্জ, ঢাকা।
২। এ, আর, হাওলাদার জুট মিলস্ লিঃ, মাদারীপুর।
৩। ফৌজি চট কল লিঃ, পলাশ, ঘোড়াশাল, নরসিংদী।
৪। তাজ জুট বেকিং কোং লিঃ, শিমড়াইল, সিদ্ধিরগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।
৫। সুলতানা জুট মিলস্ লিঃ, সীতাকুন্ড, চট্রগ্রাম।
৬। কো-অপারেটিভ জুট মিলস্ লিঃ, ঘোড়াশাল, নরসিংদী।

জাতীয় দিবস পালন :

জাতীয় শোক দিবস :

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৬তম শাহাদাত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে '১৮ আগষ্ট ২০২১ তারিখে বিজেএমসি'র সম্মেলন কক্ষে বিজেএমসি'র চেয়ারম্যান এর সভাপতিত্বে মিলাদ ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার বঙ্গবন্ধুর কর্মময় জীবন নিয়ে আলোচনা করা হয়। বিজেএমসি'র পরিচালকবৃন্দ, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বক্তব্যে বঙ্গবন্ধুর দেশপ্রেম, আত্মত্যাগের বিষয়গুলো উঠে আসে। পরিশেষে শহীদদের আত্মার প্রতি মাগফেরাত কামনা করে দোয়া করা হয়।

চিত্র : জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমান এর ৪৬তম শাহাদাত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে মিলাদ ও দোয়া মাহফিল

‘শেখ রাসেল দিবস-২০২১’ পালন :

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর কনিষ্ঠ পুত্র শেখ রাসেল এর শুভ জন্মদিন ‘শেখ রাসেল দিবস’ উপলক্ষে ১৮/১০/২০২১ তারিখ সকাল ৭.০০ টায় বিজেএমসি’র চেয়ারম্যান মহোদয়ের নেতৃত্বে শেখ রাসেল এর প্রতিকৃতিতে পুষ্প শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করা হয়। বিকাল ৩.০০ টায় যথাযথভাবে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চেয়ারম্যান মহোদয়ের নেতৃত্বে কেক কাটা হয়। অতঃপর সংস্থার বোর্ড সভাকক্ষে চেয়ারম্যান মহোদয়ের সভাপতিত্বে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় চেয়ারম্যান মহোদয়,পরিচালকবৃন্দ, মুখ্য পরিচালন কর্মকর্তা ও কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ শেখ রাসেল এর স্মৃতি চারণ করেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর কনিষ্ঠ পুত্র শেখ রাসেল ১৯৬৪ সালের ১৮ অক্টোবর ধানমন্ডির ঐতিহাসিক স্মৃতি-বিজড়িত বঙ্গবন্ধু ভবনে জন্মগ্রহণ করেন। শিশু রাসেল এর ভুবন ছিল তাঁর পিতা-মাতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব, বোন শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা এবং ভাই শেখ কামাল ও শেখ জামালকে ঘিরে। তাঁদের সবার ভালোবাসার ধন ছিল ছোট্ট রাসেল।

চিত্র : চেয়ারম্যান মহোদয়ের নেতৃত্বে শেখ রাসেল এর প্রতিকৃতিতে পুস্প শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ ও কেক কেটে শেখ রাসেল এর জন্মদিন পালন।

১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট মানবতার ঘৃণ্য শত্রু-খুনি ঘাতক চক্রের নির্মম বুলেটের হাত থেকে রক্ষা পায়নি বঙ্গবন্ধুর কনিষ্ঠপুত্র শেখ রাসেল। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে নরপিশাচরা নিষ্ঠুরভাবে তাকেও হত্যা করেছিল। শহীদ শেখ রাসেল আজ বাংলাদেশের শিশু-কিশোর, তরুণ, শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষদের কাছে এক ভালবাসার নাম। অবহেলিত, পশ্চাৎপদ, অধিকারবঞ্চিত শিশুদের আলোকিত জীবন গড়ার প্রতীক হয়ে গ্রাম-গঞ্জ-শহর তথা বাংলাদেশের বিস্তীর্ণ জনপদ-লোকালয়ে শেখ রাসেল এক মানবিক সত্তায় পরিণত হয়েছে। মানবিক চেতনা সম্পন্ন সকল মানুষ শেখ রাসেলের মর্মান্তিক বিয়োগ বেদনাকে হৃদয়ে ধারণ করে বাংলার প্রতিটি শিশু-কিশোর তরুণের মুখে হাসি ফোটাতে আজ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। শেখ রাসেলের জন্মদিনে হারিয়ে যাওয়া এই শিশুটির নিষ্পাপ আদর্শ হবে আমাদের অনুপ্রেরণা।

চিত্র : শেখ রাসেল এর জন্মদিন উপলক্ষে চেয়ারম্যান মহোদয়ের নেতৃত্বে কেক কাটা অনুষ্ঠানে বিজেএমসি'র কর্মকর্তাবৃন্দ

মহান বিজয় দিবস ২০২১ উদযাপন :

মহান বিজয় দিবস ২০২১ উদযাপন উপলক্ষে বিজেএমসি'র কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের পক্ষ হতে জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করা হয়।

চিত্র : জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা ও স্মৃতিসৌধে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ

মহান বিজয় দিবসের সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষে গৃহীত কার্যক্রম :

(১) মহান বিজয় দিবসের সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষে বিজেএমসি প্রধান কার্যালয়, আঞ্চলিক কার্যালয় ও আওতাধীন মিলসমূহে সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যানার, ফেস্টুন, প্লে-কার্ড ইত্যাদির মাধ্যমে সজ্জিতকরণ ও আলোকসজ্জার ব্যবস্থাসহ শিশুদের চিত্রাংকন/রচনা/ক্রীড়া প্রতিযোগীতার আয়োজন করা হয়।

(২) বিজেএমসি প্রধান কার্যালয়, আঞ্চলিক কার্যালয় ও আওতাধীন মিলসমূহে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়।

(৩) 'পরিচ্ছন্ন গ্রাম-পরিচ্ছন্ন শহর' কার্যক্রমের সফল বাস্তবায়নের জন্য প্রধান কার্যালয়,আঞ্চলিক কার্যালয় এবং প্রকল্পসমূহের রাস্তাঘাট এবং অফিসসমূহের সার্বিক পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা, প্রতিটি মিলে সকল কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের জন্য বিশুদ্ধ খাবার পানির ব্যবস্থা নিশ্চিত করা, বনজ ও ফলজ বৃক্ষ রোপন করা, মিলের অভ্যন্তরে অবস্থিত পুকুর ও জলাশয় নিয়মিত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

(৪) প্রধান কার্যালয় ও মিলসমূহে বঙ্গমাতাসহ ১৫ আগস্টে শাহাদাতবরণকারী জাতির পিতার পরিবারের সকল সদস্য, জাতীয় চারনেতা এবং মহান মুক্তিযুদ্ধের ত্রিশ লাখ শহীদ ও দু' লাখ সম্ভ্রমহারা মা-বোনসহ সকল মুক্তিযোদ্ধা এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর বর্ণিল জীবন উদযাপন উপলক্ষে আলোচনা সভা, পুরস্কার বিতরণ ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়।

চিত্র : জাতীয় পতাকা ও সংগীতের প্রতি সম্মান প্রদর্শন

পুরস্কার বিতরণ ও দলীয় জাতীয় সংগীত পরিবেশন

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বর্ণিল জীবনের আলোচনা

শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন :

২১ শে ফেব্রুয়ারি প্রভাত ফেরিতে বিজেএমসি'র মুখ্য পরিচালন কর্মকর্তা মহোদয়ের নেতৃত্বে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের পক্ষ হতে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে ভাষা শহীদদের আত্মার প্রতি পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করা হয়।

চিত্র : ২১ শে ফেব্রুয়ারি প্রভাত ফেরিতে বিজেএমসি'র কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের পক্ষ হতে কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে পুর্ষ্পাঘ্য অর্পণ

জাতীয় পাট দিবস ২০২২ উদযাপন :

পাট দেশের সংস্কৃতি ও কৃষ্টির অবিচ্ছেদ্য অংশ। পাটজাত পণ্য দেশে যেমন গুরুত্বের দাবিদার, তেমনি বিশ্ব বাজারেও এটি একটি অনন্য পরিবেশবান্ধব পণ্য হিসেবে সমাদৃত। দেশে নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে জাতীয় পাট দিবস পালন করা হয়। জাতীয় পাট দিবস ২০২২ উদযাপন উপলক্ষ্য বর্ণাঢ্য এক শোভাযাত্রা বের করা হয়। শোভাযাত্রায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় বস্ত্র ও পাট মন্ত্রী জনাব গোলাম দস্তগীর গাজী, বীরপ্রতীক, এমপি, পাট সচিব জনাব মোঃ আব্দুর রউফ, পাটখাতের অংশীজনদের প্রতিনিধিসহ মন্ত্রণালয়ের উর্দ্ধতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

চিত্র : বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার শুভ উদ্বোধন ও মাননীয় বস্ত্র ও পাট মন্ত্রী ও সচিব মহোদয়ের নেতৃত্বে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা

বাংলার পাট ক্রান্তিকাল পেরিয়ে আবারও নতুন সম্ভাবনার মুখ দেখছে। বিশ্ব বাজারে প্রাকৃতিক তন্তু (Natural Fibre) ব্যাপক চাহিদা ও সরকার কর্তৃক নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে বাংলাদেশের সোনালি আঁশ হিসেবে খ্যাত পাট হারানো গৌরব ফিরে পেতে শুরু করেছে। জাতীয় পাট দিবস উদযাপন উপলক্ষে ০৬ই মার্চ ২০২২ তারিখে ওসমানি স্মৃতি মিলনায়তন,আব্দুল গনি রোড, ঢাকা-তে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় কৃষি মন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, এমপি, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় বস্ত্র ও পাট মন্ত্রী জনাব গোলাম দস্তগীর গাজী, বীরপ্রতীক, এমপি, অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বস্ত্র ও পাট সচিব জনাব মোঃ আব্দুর রউফ। এবার এ দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল "সোনালি আঁশের সোনার দেশ পরিবেশবান্ধব বাংলাদেশ"।

চিত্র : মাননীয় কৃষি মন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, এমপি

পাটখাত উন্নয়নে গবেষণা কার্যক্রম, পাটবীজ আমদানিতে নির্ভরশীলতা হ্রাস, পাটবীজ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন, প্রচলিত ও বহুমুখী পাটজাত পণ্যের উৎপাদন ও রপ্তানির মাধ্যমে সরকারের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে অবদান রাখা, পাট দিবসের গুরুত্ব ও পাট সংক্রান্ত বিষয়ে আগ্রহ সৃষ্টির লক্ষ্যে উল্লিখিত অনুষ্ঠানে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে সেরা ১১ জনের হাতে পাট দিবসের পুরস্কার তুলে দেয়া হয়।

চিত্র : পাটখাতের উন্নয়নে অবদান রাখার জন্য সেরা ১১ জনের হাতে পাট দিবসের পুরস্কার তুলে দেয়া হয়।

স্বাধীনতার মহান নেতার জন্মশতবার্ষিকী পালন :

স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশতবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবসে বিজেএমসি'র চেয়ারম্যান মহোদয়ের নেতৃত্বে কেক কেটে শুভ জন্মদিন পালন করা হয়। দিবসটি উদযাপন উপলক্ষে ১৮/০৩/২০২২ তারিখে সংস্থার সম্মেলন কক্ষে দোয়া ও মিলাদ মাহফিলের আয়োজন করা হয়।

চিত্র : বিজেএমসি'র চেয়ারম্যান মহোদয়ের নেতৃত্বে বঙ্গবন্ধুর জন্মদিনে কেক কাটা হয়

১৭ মার্চ, জাতীয় শিশু দিবস। এদিন টুঙ্গিপাড়ায় শেখ পরিবারের ঘর আলোকিত করে জন্ম নেয় এক 'খোকা'। পিতা শেখ লুৎফর রহমান এবং মাতা সায়েরা খাতুন এর ঘর আলোকিত করেন তিনি। চার বোন এবং দুই ভাইয়ের মধ্যে **বঙ্গবন্ধু** ছিলেন তৃতীয়। সবাই খোকা বলে ডাকলেও তার নানা নাম রাখেন শেখ মুজিবুর রহমান।

চিত্র : জন্মদিন উপলক্ষে আলোচনা অনুষ্ঠান ও মিলাদ মাহফিল

মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন :

মহান স্বাধীনতা দিবস ২০২২ উদযাপন উপলক্ষে বিজেএমসি'র কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের পক্ষ হতে জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করা হয়।

চিত্র : জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা ও পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ

মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষে গৃহীত কার্যক্রম :

মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন ও মহান মুক্তিযুদ্ধের ত্রিশ লাখ শহীদ ও দু' লাখ সম্ভ্রমহারা মা-বোনসহ সকল মুক্তিযোদ্ধা এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বর্ণিল জীবন উদযাপন উপলক্ষে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়।

চিত্র : **স্বাধীনতা** উদযাপন উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভা

উক্ত আলোচনা সভায় চেয়ারম্যান মহোদয়,পরিচালকবৃন্দ, মুখ্য পরিচালন কর্মকর্তা ও কর্মকর্তাগণ বলেন, ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ কালরাতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী এ দেশের মানুষের মুক্তির আকাঙ্ক্ষাকে শেষ করে দিতে অপারেশন সার্চলাইট' নামে বর্বর হত্যাকান্ডে মেতে ওঠে। সৈন্যরা নির্বিচারে হাজার হাজার মানুষকে হত্যা করে। ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সর্বশক্তি দিয়ে হানাদার বাহিনীকে প্রতিরোধ ও চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যাওয়ার ডাক দিয়েছিলেন। ৯ মাসের রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধে ৩০ লাখ মানুষের রক্তের বিনিময়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জিত হয়। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতি এখন বিশ্বের অনেক দেশের জন্যই উদাহরণ। অর্থনীতি ও আর্থসামাজিক, বেশিরভাগ সূচকে বাংলাদেশ ছাড়িয়ে গেছে দক্ষিণ এশিয়ার প্রায় সব দেশকে। বাংলাদেশ আজ ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত, আধুনিক জীবনমানসম্পন্ন একটি সুখী সমৃদ্ধশালী উন্নত দেশ হওয়ার দ্বারপ্রান্তে। বাংলাদেশের এ উন্নয়ন অগ্রযাত্রা অপ্রতিরোধ্য। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এর মূল লক্ষ্য ২০৪১ সালের মধ্যে দেশকে উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত করা।

চিত্র : দোয়া ও মাহফিল

বিজেএমসি'র কার্যাবলি

জনসংযোগ বিভাগ :

স্টেকহোল্ডারসহ সমাজের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সাথে সম্পর্ক উন্নত করার প্রক্রিয়া হিসেবে বিজেএমসি'র জনসংযোগ বিভাগ প্রচার মাধ্যমের সঙ্গে ঘনিষ্ট যোগাযোগ রক্ষা করে আসছে।

কার্যাবলি :

প্রধান কার্যালয় এবং এর নিয়ন্ত্রনাধীন মিলসমূহের বিভিন্ন ধরনের টেন্ডার, নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, আইনগত নোটিশ, ক্রোড়পত্র, প্রেস রিলিজ এবং রিজয়েন্ডার নিয়মিতভাবে প্রকাশের ব্যবস্থা জনসংযোগ বিভাগ করে থাকে। এছাড়া -

- বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় প্রশ্নোত্তর প্রস্তুত;
- সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সুপারিশ বাস্তবায়নের অগ্রগতি;
- দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশনা সংক্রান্ত;
- মুদ্রণ সংক্রান্ত কাজ;
- দৈনিক পত্রিকা সংরক্ষণ;
- ডকুমেন্টরি সংক্রান্ত কাজ।

প্রশাসন ও সাধারণ সেবা :

জনবল কাঠামো :

বিজেএমসি প্রধান কার্যালয়ের ১৯৮৪ সালের এনাম কমিটির সেট-আপ ও নিয়ন্ত্রণাধীন মিলসমূহের ২০১৩ সালের সেট-আপের ভিত্তিতে বর্তমান জনবলের পরিসংখ্যান :

ক্যাটাগরি	পদ	সেট-আপ	কর্মরত	শূন্য পদ
কর্মকর্তা ও কর্মচারী	**কর্মকর্তা**	২,৬৬৪	৯৬২	১,৭০২
	শিক্ষক	৩৪০	৯৮	২৪২
	কর্মচারী	৫,২৮৯	১,৬১১	৩,৬৭৮
	মোট	৮,২৯৩	২,৬৭১	৫,৬২২

অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তি :

বিজেএমসিতে সব সময় যে কোন যৌক্তিক অভিযোগ গ্রহণ করে তা নিষ্পত্তি করার কার্যক্রম আন্তরিকতা ও অত্যন্ত পেশাদারিত্বের সাথে সমাধান করা হয়ে থাকে। প্রশাসন বিভাগ থেকে প্রাপ্ত যথাযথ অভিযোগ বিবরণীর উপর ভিত্তি করে বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়। মামলা নিষ্পত্তি ক্ষেত্রে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগসহ নিজ আইন উপদেষ্টার মতামত গ্রহণ করা হয়।

বিভাগীয় মামলা :

প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছরে (২০২১-২২) পুঞ্জীভূত মোট বিভাগীয় মামলার সংখ্যা	প্রতিবেদনাধীন বছরে নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা				অনিষ্পন্ন বিভাগীয় মামলার সংখ্যা
	চাকুরিচ্যুত/ বরখাস্ত	অব্যাহতি	অন্যান্য দণ্ড	মোট	
৫৩	০১	০৪	০৭	১২	৪১

অন্যান্য মামলা (২০২১-২২) :

মামলার ধরণ	বিজেএমসি'র প্রধান কার্যালয় ও মিলসমূহ কর্তৃক দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	বিজেএমসি'র প্রধান কার্যালয় ও মিলসমূহের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা		দায়েরকৃত মোট মামলার সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত মোট মামলার সংখ্যা	বর্তমানে চলমান মামলার সংখ্যা
		রিট	অন্যান্য			
প্রশাসনিক	৪২	১১	২৬	৭৯	১৭৫	৭৫৬
জমি-জমা সংক্রান্ত	৫	-	১০	১৫	০৭	১৩৬
মোট :	৪৭	১১	৩৬	৯৪	১৮২	৮৯২

চিকিৎসা :

১. বিজেএমসি'র প্রধান কার্যালয়, আঞ্চলিক কার্যালয় ও মিল সমূহের স্বাস্থ্য কেন্দ্রে প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা দেয়া হয়ে থাকে। ২০২১-২০২২ সাল মোট ৫,৬৯৭ (পাঁচ হাজার ছয়শত সাতানব্বই) জন কর্মকর্তা, কর্মচারীদেরকে প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা দেয়া হয় ।

০২. প্রধান কার্যালয় ও আঞ্চলিক মিল সমূহে ৮০৮ জনকে কৃমিনাশক ওষুধ সেবন করানো হয় ।

০৩. প্রধান কার্যালয় ও মিলসমূহের কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের মধ্যে ৭২০ (সাতশত বিশ) জনের রক্তের শর্করা ও রক্তচাপ পরীক্ষা করা হয়েছে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী চিকিৎসা পরামর্শ দেয়া হয়েছে ।

০৪. বৈশ্বিক মহামারী কোভিড-১৯ রোগের প্রার্দুভাব ঘটায় বিজেএমসি'র প্রধান কার্যালয় ও মিলসমূহের সকল স্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী কোভিড-১৯ রোগ বিস্তার প্রতিরোধকল্পে স্বাস্থ্যবিধি পালন করার বিষয়ে গুরুত্ব দেয়া হয় ও প্রয়োজনীয় কার্যকরী ব্যবস্থা নেয়া হয় । যেমন : অফিসে কর্মরত অবস্থায় সঠিক নিয়মে মাস্ক পরা, প্রতিবার ২০ সে: ধরে বার বার হাত ধোয়া , হ্যান্ড স্যানিটাইজার ব্যবহার করা, হাঁচি কাশির সময় শিষ্টাচার বজায় রাখা, কর্মরত অবস্থায় অফিস কক্ষে প্রয়োজনীয় শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখা ইত্যাদি।

০৫. মেডিকেল বিভাগে কর্মরত চিকিৎসক ও চিকিৎসা কর্মীগণ স্বাস্থ্যবিধি মেনে চিকিৎসা সেবা প্রদান করে থাকেন। প্রধান কার্যালয়ে স্যানিটাইজিং স্প্রে ও মিল সমূহে প্রবেশ পথে আগতদের সাবান দিয়ে হাত ধোয়ার ব্যবস্থা করা হয়।

০৬. বিজেএমসি'র প্রধান কার্যালয় ও মিলসমূহের চিকিৎসক দ্বারা কোভিড-১৯ রোগে আক্রান্ত রোগীদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখা হয় এবং চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক প্রয়োজনীয় পরার্মশ দেয়া হয়।

চিত্র : রোগীকে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সেবা দেয়া হচ্ছে

পাটক্রয় ও উৎপাদন :

পাটক্রয় :

সরকারি সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে বিজেএমসি'র নিয়ন্ত্রনাধীন ২৫টি পাটকলের উৎপাদন কার্যক্রম ০১/০৭/২০২০ খ্রিঃ তারিখ থেকে সম্পূর্ণরুপে বন্ধ ঘোষণা করা হয় বিধায় ২০২১-২০২২ অর্থবছরে কাঁচা পাটক্রয় কার্যক্রম পরিচালিত হয়নি। তবে এ সময়ে মিলগুলোর বিভিন্ন সময়ের কাঁচা পাট সংক্রান্ত সকল দেনার অধিকাংশ পাট সরবরাহকারীদের পরিশোধ করা হয়েছে। বাকি দেনা পরিশোধের কার্যক্রম চলমান।

উৎপাদন :

সরকারি সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে বিজেএমসি'র নিয়ন্ত্রনাধীন ২৫টি পাটকলের শ্রমিকদের চাকুরি গোল্ডেন হ্যান্ডশেক সুবিধার আওতায় অবসানসহ মিলের উৎপাদন কার্যক্রম ০১/০৭/২০২০ খ্রিঃ তারিখ থেকে সম্পূর্ণরুপে বন্ধ ঘোষণা করা হয় বিধায় ২০২১-২২ অর্থবছরে মিলসমূহে উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালিত হয়নি। তবে এ সময়ে ২২টি জুট মিল ও ৩টি নন-জুট মিলের প্রসেস মালামাল বিক্রয়ের কার্যক্রম গ্রহণ ও সম্পন্ন করা হয়।

বিপণন :

বিপণন ও বিক্রয় বিভাগের কার্যাবলী মূলত অভ্যন্তরীন বিক্রয় ও বৈদেশিক বিক্রয় এ দু'টি উপ-বিভাগের মাধ্যমে সম্পাদন করা হয়ে থাকে। সরকারি সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে বিজেএমসি'র নিয়ন্ত্রনাধীন ২৫টি পাটকলের শ্রমিকদের চাকুরি গোল্ডেন হ্যান্ডশেক সুবিধার আওতায় অবসানসহ মিলের উৎপাদন কার্যক্রম ০১/০৭/২০২০ খ্রিঃ তারিখ থেকে সম্পূর্ণরুপে বন্ধ ঘোষণা করা হয় বিধায় ২০২১-২২ অর্থবছরে বৈদেশিক বিক্রয় কার্যক্রম পরিচালিত হয়নি। তবে এ সময়ে ২২টি জুট মিল ও ৩টি নন-জুট মিলের মজুদ পণ্য অভ্যন্তরীন বিক্রয়ের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। যে পরিমাণ মজুদ পণ্য ছিল, তার মধ্যে ২৮৯.৮৬ মেঃ টন বিক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। ১৫৬.৭১ মেঃ টন এফজেএফ ও অন্যান্য পণ্য অবশিষ্ট আছে, যা বিক্রয় প্রক্রিয়াধীন।

রক্ষণাবেক্ষণ বিভাগ :

যান্ত্রিক রক্ষণাবেক্ষণ :

- প্রধান কার্যালয় হতে প্রদত্ত কর্মসূচি বাস্তবায়নের অগ্রগতি সরেজমিনে পর্যবেক্ষণের জন্য মিলওয়ারি পরিদর্শন, মিলওয়ারি প্রতিবেদন প্রেরণ এবং মেশিনারিজের বর্তমান অবস্থা সংক্রান্ত প্রাপ্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনা করা ।
- মিলের যন্ত্রাংশ সংগ্রহ পরিস্থিতি (স্থানীয় ও আমদানিকৃত) পর্যালোচনা, পর্যবেক্ষণ ও মতামত প্রদান। অপ্রচলিত, পুরাতন এবং ব্যবহারের অনুপযোগী যন্ত্রপাতি বিক্রয়ে সহায়তা করা।
- ব্যয়বহুল যন্ত্রাংশ ক্রয়ের ব্যাপারে কারিগরি মতামত প্রদান করা।
- মিলগলোতে গ্যাস নিশ্চিত করার লক্ষ্যে তিতাস গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোং, বাখরাবাদ গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোং ও কর্ণফুলি গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোং, পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোং সহ সকল গ্যাস সরবরাহকারী কর্তৃপক্ষের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করা।

বৈদ্যুতিক রক্ষণাবেক্ষণ :

- বিধি মোতাবেক মিলসমূহের বিদ্যুৎ সরবরাহ, রক্ষণাবেক্ষণ ও বৈদ্যুতিক কার্যক্রমসমূহের তদারকি এবং এ সম্পর্কিত যাবতীয় খরচ নিয়ন্ত্রণের দিক নির্দেশনা, বাস্তবায়ন ও উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের পর্যালোচনা সভায় বিদ্যুৎ সম্পর্কিত তথ্য সরবরাহ করা।
- বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণ ও যথারীতি প্রয়োগের ক্ষেত্রে মিল পরিদর্শন, প্রতিবেদন পেশ এবং বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা।
- মিলসমূহে বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পিডিবি, ডিপিডিসি, ওজোপাডিকো, পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড, ডেসকো সহ সকল বিদ্যুৎ সরবরাহ কর্তৃপক্ষের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করা হচ্ছে।
- মিলের সুইচগিয়ার, ট্র্যান্সফরমার ইত্যাদিতে কোনরূপ গোলযোগ দেখা দিলে সরেজমিনে পরিদর্শনপূর্বক তা মেরামতের বিষয়ে মিলকে প্রয়োজনীয় উপদেশ/নির্দেশনা প্রদান করা।
- ব্যয়বহুল যন্ত্রাংশ ক্রয়ের ব্যাপারে কারিগরি মতামত প্রদান করা। মিলওয়ারি মাসিক বিদ্যুৎ বিল ও বকেয়া বিদ্যুৎ বিলের পরিমাণ পর্যালোচনা করা।
- বিদ্যুৎ উপকেন্দ্রের সরঞ্জামাদি এবং অন্যান্য যন্ত্রপাতির জটিল ধরনের ত্রুটি দূরীকরণার্থে মিলের প্রকৌশলীদের পরামর্শ প্রদান করা।

পুরকৌশল শাখা :

বিজেএমসি ও এর অধীন মিলগুলোর নতুন অবকাঠামোতে প্রয়োজনীয় সংস্কার ও মেরামতকাজ, ভবন নির্মাণের নকশা, ডিজাইন পরীক্ষাকরণ ও অধিকতর স্বল্প ব্যয়ে উপযোগী অবকাঠামো/ভবন নির্মাণে মিলসমূহকে কারিগরি সহায়তা, অনুমোদন ও তদারকির মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হয়।

আরএফকিউ এর মাধ্যমে সম্পন্নকৃত কাজ :

- বিজেএমসি'র প্রধান কার্যালয়ের ৫ম তলায় অবস্থিত চেয়ারম্যান মহোদয়ের অফিস কক্ষের সংস্কার ও মেরামত কাজ;
- বিজেএমসি'র প্রধান কার্যালয়ের ৫ম তলায় অবস্থিত পরিচালক (পরিকল্পনা) মহোদয়ের অফিস কক্ষের সংস্কার ও মেরামত কাজ;
- বিজেএমসি'র প্রধান কার্যালয়ের ৭ম তলায় অবস্থিত কনফারেন্স রুমের প্রয়োজনীয় সংস্কার ও মেরামত কাজ;
- নারায়ণগঞ্জস্থ সদর থানায় শীতলক্ষ্যা মৌজায় হাফিজ জুট মিলের নষ্ট ও ক্ষতিগ্রস্ত ১নং ও ২নং গোডাউন মেরামত কাজ সম্পন্ন।

বাস্তবায়নাধীন পূর্ত কাজ :

- বিজেএমসি'র প্রধান কার্যালয়ের ৭ম তলায় ছাদ খোলা রাখার স্বার্থে ছাদের সম্প্রসারিত অংশ অপসারণ করতে বর্তমানে অবস্থিত ছাদ ও ছাদের পানি নিষ্কাশনসহ প্রয়োজনীয় অন্যান্য সংস্কার কাজ চলমান।
- বিজেএমসি'র নিয়ন্ত্রণাধীন কিশোরগঞ্জের পাট ক্রয় কেন্দ্রের অভ্যন্তরে রাস্তা সংলগ্ন সামনের দিকে ০৬টি সেমিপাকা দোকানঘর নির্মাণ কাজ চলমান।

পরিকল্পনা বিভাগ :

- ঢাকা, চট্টগ্রাম ও খুলনা অঞ্চলের মিলের বিভিন্ন প্রকার স্ক্র্যাপ মালামাল বিক্রির টেন্ডারসহ অন্যান্য কার্যক্রমের নিয়মনীতি অনুসরণ করা হয়েছে কিনা তা যাচাই-বাছাই ও পর্যবেক্ষণের পর কর্তৃপক্ষের নিকট উপস্থাপন করে অনুমোদন প্রাপ্তির পর মিলকে অবহিত করা হয়েছে।
- মিলসমূহে পিপিএ/২০০৬ ও পিপিআর-২০০৮ (হালনাগাদ সংশোধনী) অনুসরণপূর্বক ক্রয়কার্য গ্রহণের বিষয়টি মনিটরিং ও নির্দেশনা দেয়া হচ্ছে।
- বিজেএমসি'র প্রধান কার্যালয়ের বিভিন্ন প্রকার মালামাল ক্রয়ের জন্য পিপিএ/২০০৬ ও পিপিআর-২০০৮ অনুসরণ করে ক্রয়কার্যক্রম সম্পন্ন করা হচ্ছে।

ভান্ডার ক্রয় :

- বিজেএমসি'র প্রধান কার্যালয় এবং এর নিয়ন্ত্রণাধীন মিলসমূহে ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের জন্য Annual Procurement Plan (APP) প্রণয়ন করা হয়েছে এবং সে অনুযায়ী বিভিন্ন মালামাল এর ক্রয়কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে।

গবেষণা ও মান নিয়ন্ত্রণ বিভাগ :

১) মান নিয়ন্ত্রণ শাখা :

ক) পাটপণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ/আদর্শ মান তৈরী সম্পর্কিত কার্যক্রম :

বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন (বিএসটিআই) এর পাট ও বস্ত্র বিভাগীয় মান কমিটির সদস্য হিসেবে মান নিয়ন্ত্রণ বিভাগীয় প্রধান কর্তৃক ২০২১-২২ অর্থ বছরে সর্বমোট ৭টি সভায় অংশ গ্রহণ করা হয়। মান নিয়ন্ত্রণ বিভাগ কর্তৃক পণ্যের মান সম্পর্কিত নানা তথ্য/উপাত্ত সরবরাহসহ কারিগরী পরামর্শ প্রদান করে বিভিন্ন বস্ত্র ও পাটজাত পণ্যের জাতীয় মান প্রণয়নে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করা হয়।

খ) পাটপণ্যের সার্ভে কার্যক্রম :

বিজেএমসি'র নিয়ন্ত্রণাধীন মিলসমূহের উৎপাদন কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর হতে মিলসমূহে মজুদ অরপ্তানিযোগ্য অডলট পণ্য স্থানীয় বাজারে টেন্ডারের মাধ্যমে বিক্রয়ের নিমিত্ত পণ্যসমূহের সঠিক মান যাচাই ও পরিমাণ নির্ধারণের জন্য মান নিয়ন্ত্রণ শাখা হতে সার্ভে কমিটি গঠন করা হয়। ২০২১-২২ অর্থ বছরে ৫(পাঁচ) টি মিলের অডলট পণ্য সার্ভে কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয় এবং স্থানীয় বাজারে টেন্ডারের মাধ্যমে পণ্য বিক্রয় করা হয়।

২) গবেষণা শাখা :

ক) ডাইভারসিফাইড পাটপণ্য বিক্রয় কার্যক্রম :

গবেষণা শাখার তত্ত্বাবধানে ২০২১-২২ অর্থবছরে বিভিন্ন সরকারি দপ্তর ও প্রতিষ্ঠানের চাহিদা মোতাবেক ৬২,৭৮,৭৩৬/-(বাষট্টি লক্ষ আটাত্তর হাজার সাতশত ছত্রিশ) টাকার বিভিন্ন প্রকরণের বিজেএমসি'র উৎপাদিত ডাইভারসিফাইড পাটের কাপড় এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের লোগো/ডিজাইন অনুযায়ী পাটের ব্যাগ ও ফোল্ডার বাবদ ৪৩,৭৮,৫০০/= (তেতাল্লিশ লক্ষ আটাত্তর হাজার পাঁচশত) টাকা সহ সর্বমোট ১,০৬,৫৭,২৩৬/-(এক কোটি ছয় লক্ষ সাতান্ন হাজার দুইশত ছত্রিশ) টাকার ডাইভারসিফাইড পাটপণ্য আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে তৈরিপূর্বক সরবরাহ করা হয়।

চিত্র : ডাইভারসিফাইড পাটের পণ্য

প্রশিক্ষণ :

বিজেএমসি'র নিয়মিত প্রশিক্ষণ ও APA সংক্রান্ত কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ২০২১-২২ অর্থবছরে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে ৬৫৯ জন কর্মকর্তা/ কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণ বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত উক্ত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ/ কর্মশালায় ৫১৭ জন পুরুষ ও ১৪২ জন মহিলা প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন।

চিত্র: বিজেএমসিতে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণ/ কর্মশালাসমূহের বিষয় ও লিঙ্গভিত্তিক প্রশিক্ষণার্থীর পরিসংখ্যান

বিজেএমসি'র প্রধান কার্যালয় ও ২টি আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে সরকারি ও দাপ্তরিক বিভিন্ন চাহিদার প্রেক্ষিতে প্রণীত বার্ষিক প্রশিক্ষণ বর্ষপঞ্জি অনুসরণে এডভান্সড কম্পিউটার কোর্স, কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা, প্রোডাক্টিভিটি ইমপ্রুভমেন্ট, নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা, ই-জিপি, ফাউন্ডেশন, রিফ্রেশার্স কোর্স, জন প্রশাসন মন্ত্রণালয় ও মন্ত্রিপরিষদ নির্দেশিত কর্মসূচিসহ বিভিন্ন প্রশিক্ষণ আয়োজন করে থাকে। বর্ণিত কর্মসূচিসমূহের আওতায় বিগত পাঁচ বছরে ৭১৭১ জন কর্মকর্তা, কর্মচারী ও শ্রমিককে দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে।

কর্মকর্তাদের এপিএ বিষয়ক প্রশিক্ষণ/ কর্মশালা :

চিত্র: ৫-১১ গ্রেডের কর্মকতাদের প্রশিক্ষণ কর্মশালা

কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ কর্মশালা :

চিত্র: ১২-২০ গ্রেডের কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ কর্মশালা

অভিযোগ প্রতিকার ও সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা :

চিত্র: অভিযোগ প্রতিকার ও সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা

এপিএ বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা :

চিত্র: এপিএ বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা

শুদ্ধাচার সংক্রান্ত ও তথ্য অধিকার বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা :

চিত্র: শুদ্ধাচার সংক্রান্ত ও তথ্য অধিকার বিষয়ক কর্মশালা

হিসাব ও অর্থ বিভাগ :

আর্থিক ও হিসাব ব্যবস্থাপনায় গৃহীত সংস্কার কাযর্ক্রম আর্থিক লেনদেন, ক্রয়ব্যবস্থাপনা, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য নিম্নোক্ত কাযর্ক্রম গৃহীত হয়েছে-

- পূর্ববর্তী অর্থবছরের হিসাব সংকলন পরবর্তী অর্থবছরের ১৫ জুলাইয়ের মধ্যে সম্পন্ন করা হচ্ছে।
- কেবলমাত্র হিসাবের খাতে চেক এর মাধ্যমে সকল লেনদেন সম্পাদন করা হচ্ছে।

বিগত ৩ (তিন) অর্থবছরের আয় ও ব্যয় বিবরণী (অনিরীক্ষিত) :

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	বিবরণ	২০১৯-২০২০	২০২০-২০২১	২০২১-২০২২
	আয়সমূহঃ			
১	স্থানীয় বিক্রয়	৫৭৪৬১.১৭	৯৭২২.০৩	৯১.১১
২	বৈদেশিক বিক্রয়	৩০০৫৬.২২	৩১০১৭.০৮	-
৩	সাবসিডি	৪০৪৮.৫৯	৩৭৪৮.৯৭	-
৪	অ-পরিচালন আয়	৩৩১.২৪	৩৩৯.৬৪	৪৫২.৬৬
৫	**মোট আয়**	**৯১৮৯৭.২২**	**৪৪৮২৭.৭২**	**১৩৬২.৭৭**
	ব্যয়সমূহঃ			
৬	কাঁচা পাটের ব্যবহার	৩২৬৪৮.২৯	-	-
৭	অন্যান্য প্রত্যক্ষ কাঁচামাল	৫০৪৯.১৩	০.৭৮	-
৮	মজুরি	৬৩৭৩০.০৮	৬৪০৪.৬১	-
৯	বেতন	১৪৫১৯.৩০	১৪১৭৬.৯৮	১৪০৫০.৮৬
১০	বিদ্যুৎ	৩৯৪৪.৩০	৯৩১.৯১	৫৭৭.৩৭
১১	জ্বালানী	৪৮২.০০	৭৬.৩২	৩৫.৮৪
১২	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	৩৬১২.২১	১৬৫.৮৪	১৮৩.১৪
১৩	অবচয়	৫৭৩.৭৫	৫৯৮.১৮	৭৫৫.৫৪
১৪	বীমা	৪৪০.৩০	২১৭.৬৪	১৪২.৫৪
১৫	অন্যান্য কারখানা উপরিব্যয়	৫২১.১৩	৩১৯.০১	৪২০.৮৪
১৬	প্রক্রিয়াধীন পণ্যের সমন্বয়	১৫২৭.০৯	৬৪৩২.৬৫	১০৯৭.১৬
১৭	মজুদ পণ্যের সমন্বয়	২৬৯২২.৯৮	৪২৫৬০.৭৬	৪১৬.৫২
১৮	প্রশাসনিক ব্যয়	৩১৫০.৯৭	২০২৮.৩২	১৯০৭.৩৬
১৯	বিক্রয় ব্যয়	১২৭৩.৭০	১০৬৯.৮৬	১৪৪.৮৪
২০	সুদ ব্যয়	৮০৭৫.৫২	৭১৩৮.০০	৭৬৫৭.৭৯
২১	**মোট ব্যয় (৬...+ ২০)**	**১৬৫৮০১.৪১**	৮২১২০.৮৬	২৭৩৮৯.৮০
২২	**নিট লাভ/(ক্ষতি) (৫-২১)**	**(৭৩৯০৪.১৯)**	**(৩৭২৯৩.১৪)**	**(২৬০২৭.০৩)**

বাণিজ্যিক অডিট আপত্তি সংক্রান্ত :

অডিট আপত্তি		ব্রডশিটে জবাবের সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তি		অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি	
সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)		সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)	সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৪০৪৪	১০৭৫২.১৮	১৬৩	৪৬৬	১৫৭.৪১	৩৫৭৮	১২৬২২.৯৯

অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ :

বিজেএমসি ও এর আওতাধীন মিলসমূহের সম্পদের যথোপযুক্ত ব্যবহার নিশ্চিত করা হচ্ছে কিনা তা যাচাই বাছাই ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার জন্য নিরীক্ষা বিভাগের অধীনে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও খুলনা অঞ্চলে ৩টি নিরীক্ষা টিম রয়েছে। নিরীক্ষা টিমগুলি কর্তৃপক্ষের অনুমোদিত সিডিউল অনুযায়ী বিজেএমসি ও সরকারের প্রণীত নীতিমালা ও সার্কুলারের আলোকে মিলসমূহের (ক) বাস্তব প্রতিপাদন (খ) অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা সম্পন্ন করা হয়। বর্তমানে মিলসমূহের উৎপাদন কার্যক্রম বন্ধ থাকায় বাস্তব প্রতিপাদন গ্রহণ বন্ধ রয়েছে। নিম্নে অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়া হলো।

ক) বাৎসরিক অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা :

মিলসমুহের যাবতীয় কার্যক্রম সুষ্ঠু ও সুচারুভাবে সংস্থা ও সরকারি কর্তৃক প্রণীত নিয়মনীতি/ সার্কুলার অনুযায়ী সম্পাদিত হচ্ছে কিনা তা অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার অংশ হিসেবে অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা দল কর্তৃক নিরীক্ষা পরিচালনা করেন। নিরীক্ষাকালীন ১ (এক) বৎসর সময়ের নমুনা ক্যাশ/চেকের মাধ্যমে গ্রহণ ও প্রদান, অগ্রিম, বাজেট ও বাজেটারি নিয়ন্ত্রণ, মূলধনী বাজেটের আওতায় সিভিল ওয়ার্কস ও অন্যান্য কাজের ভাউচার, বেতন, মজুরি, নিয়োগ, পদোন্নতি ও বাৎসরিক বেতন বৃদ্ধি ইত্যাদি যাচাই বাছাই করে। তাছাড়াও পাটক্রয় পরিকল্পনা, ক্রয়, মিলে ব্যবহার, পাট যাচাই-বাধাই ও পরিবহন সংক্রান্ত বিল ভাউচার, ভান্ডার মালামাল ক্রয়/ আমদানী/ ব্যবহার, সি এন্ড এফ বিল পরিশোধ ও ট্যাক্সেস সংক্রান্ত নথিপত্র ও বিল ভাউচার, উৎপাদন দক্ষতা, বিক্রয়/রপ্তানি, ইন্সুরেন্স ক্লেইম, ক্ষতি, ড্যামেজ ইত্যাদি। ক্যাশ বহি, ব্যাংক বহি, ব্যাংক স্টেটমেন্ট এবং ব্যাংক ও ক্যাশ ব্যালেন্স মিলিকরণ, সাধারণ- সাবসিডিয়ারি- সাব সাবসিডিয়ারি খতিয়ান পরীক্ষা নিরীক্ষা করে কর্তৃপক্ষের নিকট প্রতিবেদন পেশ করে থাকে।

অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা সম্পন্ন করার পর আপত্তি সংক্রান্ত একটি পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট নিরীক্ষা টিমের প্রধান কর্তৃক মিলের প্রকল্প প্রধান ও মহাব্যবস্থাপক(নিরীক্ষা) বরাবর প্রেরণ করেন। নিরীক্ষা বিভাগ কর্তৃক প্রতিবেদনটি যাচাই বাছাই পূর্বক জবাবের জন্য মিলের নিকট প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে যৌথসভার সিদ্ধান্তের আলোকে কর্তৃপক্ষের অনুমোদন পরবর্তী নিরীক্ষা বিভাগ থেকে আপত্তিভিত্তিক সিদ্ধান্ত জারিপত্র আকারে সংশ্লিষ্ট মিলকে অবহিত করা হয়। মিল ব্যবস্থাপনা জারিপত্রের সিদ্ধান্তের আলোকে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

বাস্তব প্রতিপাদন ও অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষায় উত্থাপিত ৩০ জুন ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত মিমাংসিত ও অমিমাংসিত আপত্তি সংখ্যার ছকের নিম্নে উপস্থাপন কর হলো:

বিবরণ	৩০ শে জুন ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভুত আপত্তির সংখ্যা	৩০ জুন ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত মিমাংসিত আপত্তি সংখ্যা	৩০ জুন ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত অমিমাংসিত আপত্তি সংখ্যা
অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা	২৬৪৯৭	২৫১৫৮	১৩৩৯
বাস্তব প্রতিপাদন	১১০৯৫	১০০৯৭	৯৯৮
মোট	৩৭৫৯২	৩৫২৫৫	২৩৩৭

নিরীক্ষা বিভাগ কর্তৃক ২০২১-২০২২ অর্থবৎসরে নিম্নোক্ত কার্যাদি সম্পন্ন করা হয়েছে :

- **অডিট ফার্ম নিয়োগ:** নিরীক্ষা বিভাগ কর্তৃক বিজেএমসি প্রধান কার্যালয়ের বার্ষিক চূড়ান্ত হিসাব ও ভবিষ্য তহবিল হিসাব নিরীক্ষা করার জন্য বহি: নিরীক্ষা ফার্ম তালিকা করা হয়েছে। তালিকাভূক্ত বহি: নিরীক্ষক ফার্ম হতে কার্যাদেশ ইস্যু প্রক্রিয়া চলমান।
- **অবসর প্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নিরীক্ষা ছাড়পত্র প্রদান:** ২০২১-২০২২ অর্থবৎসেরর নিরীক্ষা বিভাগ থেকে বিজেএমসি ও মিলের অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীর চূড়ান্ত নিরীক্ষা ছাড়পত্র প্রদান করা হয়েছে।
- **অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা আপত্তিসমূহ ০২ পর্বে বিভক্ত করে যৌথসভা কার্যক্রম:** মিলসমূহের অনিষ্পন্ন আপত্তিসমূহ নিষ্পত্তির কার্যক্রম ০২(দুই) পর্বে বিভক্ত করা হয়েছে। যথাক্রমে ১ম পর্ব ২০১০-২০১১ হতে ২০১৯-২০২০ অর্থ বছর পর্যন্ত এবং ২য় পর্বে ১৯৭১-১৯৭২ থেকে ২০০৯-২০১০ পর্যন্ত। ১ম পর্ব ২০১০-২০১১ হতে ২০১৯-২০২০ অর্থ বছর পর্যন্ত যৌথ সভা ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। ২য় পর্বে ১৯৭১-১৯৭২ থেকে ২০০৯-২০১০ পর্যন্ত অনিষ্পন্ন আপত্তিসমূহের যৌথ সভার কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
- **১৯৭১-৭২ হতে ৩০-০৬-২০২০ পর্যন্ত উত্থাপিত আপত্তির ওপর যৌথ সভা সংখ্যা:** মহাব্যবস্থাপক (নিরীক্ষা) এর সার্বিক তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় মিলভিত্তিক অনিষ্পন্ন আপত্তিসমূহ, মিল ব্যবস্থাপনার জবাব ও যৌথসভার সুপারিশ সম্বলিত কার্যবিবরণী বই আকারে উপস্থাপন করা হয়েছে।

এমআইএস ও আইটি বিভাগ :

এমআইএস বিষয়ক কর্মকান্ড :

- বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের মাসিক পর্যালোচনা সভার জন্য কার্যসম্পাদন বিবরণী (ছক মোতাবেক) যেমন : উৎপাদন পরিমাণ (মে. টন), উৎপাদন ব্যয়, রপ্তানির পরিমাণ ও মূল্য, অভ্যন্তরীণ বিক্রয় ও মূল্য, মজুত (পাটপণ্য), মানব সম্পদ বিবরণী;
- মিল হতে সংগৃহীত তথ্য মোতাবেক বিজেএমসি'র মাসিক দেশভিত্তিক রপ্তানি পরিসংখ্যান;
- পরিসংখ্যান ব্যুরোর চাহিত মাসিক তথ্যাদি প্রেরণ;
- বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/দপ্তর/সংস্থা ও কর্তৃপক্ষের চাহিদা মোতাবেক বহুবিধ প্রতিবেদন/পরিসংখ্যান প্রস্তুতকরণ ও প্রেরণ;
- অর্থ মন্ত্রণালয়ে চাহিদা মোতাবেক অর্থনৈতিক সমীক্ষা (ইংরেজী ও বাংলায়) তথ্যাদি প্রেরণ;
- বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদনের জন্য (পুস্তিকা আকারে) বিজেএমসি'র তথ্যাদি প্রেরণ।

আইটি বিষয়ক কর্মকান্ড :

- ১৭০টি কম্পিউটার ও প্রায় ১৬০টি প্রিন্টার রক্ষণাবেক্ষণ (সফটওয়্যার এবং হার্ডওয়্যারবেজড);
- নেটওয়ার্কিং এর রক্ষণাবেক্ষণ;
- ওয়েবসাইট নিয়মিতভাবে হালনাগাদকরণ;
- বিজেএমসি'র ফেসবুক নিয়মিতভাবে হালনাগাদকরণ;
- বিজেএমসি'র আইটি বিষয়ক সরঞ্জাম ক্রয়ের টেকনিক্যাল সাপোর্ট।

উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি

পাওনাদি পরিশোধ :

সরকারি সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে বিজেএমসি'র নিয়ন্ত্রনাধীন ২৫টি পাটকলের শ্রমিকদের চাকুরি গোল্ডেন হ্যান্ডশেক সুবিধার আওতায় অবসানসহ মিলের উৎপাদন কার্যক্রম ০১/০৭/২০২০ খ্রিঃ তারিখ থেকে সম্পূর্ণরুপে বন্ধ ঘোষণা করা হয়। অবসানকৃত শ্রমিকদের সকল পাওনা বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এর সংশ্লিষ্ট ধারার বিধান মতে পরিশোধের নিমিত্তে শ্রমিকদের পাওনা ২.০০ (দুই) লক্ষ টাকা পর্যন্ত নগদে এবং ২.০০ (দুই) লক্ষের উর্দ্ধে পাওনার ক্ষেত্রে ৫০% নগদে এবং বাকি ৫০% তিন মাস অন্তর মুনাফাভিত্তিক সঞ্চয়পত্র আকারে দেয়া হবে মর্মে মাননীয় শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ান, এমপি এর উপস্থিতিতে মাননীয় বস্ত্র ও পাট মন্ত্রী জনাব গোলাম দস্তগীর গাজী, বীরপ্রতীক, এমপি গত ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখে ঘোষণা দেন। শ্রমিকদের ভবিষ্যৎ আর্থিক নিরাপত্তা ও সুরক্ষার স্বার্থে শ্রমিকদের পাওনা টাকার ৫০% নগদে এবং ৫০% সঞ্চয়পত্রের মাধ্যমে পরিশোধ করা হচ্ছে। ৫০% নগদ বাবদ ১৭৬৯.৪১ বরাদ্দ প্রদান করা হয়। উক্ত টাকার মধ্যে ৩০/০৬/২০২২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত ১৭৩২.০০ কোটি টাকা পরিশোধ করা হয়েছে,পরিশোধের হার ৯৭.৮৯%। অবশিষ্ট ৫০% সঞ্চয়পত্র বাবদ ১৭৫২.৪৭ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়। উক্ত টাকার মধ্যে ৩০/০৬/২০২২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সোনালী ব্যাংক লিঃ কর্তৃক ১৫৮২.৮৪ কোটি টাকার সঞ্চয়পত্র ইস্যু করা হয়েছে। সঞ্চয়পত্র ইস্যু হার ৯০.৩২%। NID, ব্যাংক হিসাব, নমিনী ও মামলাসহ বিভিন্ন সমস্যার কারণে ব্যাংকের সঞ্চয়পত্র ইস্যু করতে কিছুটা বিলম্ব হচ্ছে। সকল সমস্যা সমাধানের মাধমে অবশিষ্টদের পাওনা পরিশোধের কার্যক্রম অব্যাহত রাখা হয়েছে।

এছাড়া ২১৫৫২ জন বদলি শ্রমিকের পাওনা বাবদ ২১২.০৮ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। উক্ত টাকার মধ্যে ৩০/০৬/২০২২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত ২১০.১২ কোটি টাকা পরিশোধ করা হয়েছে,পরিশোধের হার ৯৯.০৮%।

সর্বশেষ ৫৬২৫ জন বদলি শ্রমিকের বকেয়া মজুরি বাবদ ৪৩.৪৬ কোটি টাকা, মামলা প্রত্যাহার জনিতকারণে ১৪২ জন শ্রমিকের ১৩.০৫ কোটি টাকা, মিলসমূহের ০১ থেকে ০৬ সপ্তাহের মজুরি বাবদ ২১.৪৭ কোটি টাকা এবং আলীম জুট মিলের ৬৪ সপ্তাহের মজুরি বাবদ ১৪.৩৯ কোটি টাকাসহ মোট (৪৩.৪৬+১৩.০৫+২১.৪৭+১৪.৩৯)=৯২.৩৭ কোটি টাকা অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগ বরাদ্দ পাওয়া গিয়াছে। পরিশোধ কার্যক্রম চলমান আছে।

অন্যান্য কার্যক্রমের অগ্রগতি :

- বিজেএমসি'র অর্থায়নে পরিচালিত ২টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ২টি নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং ৯টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় সরকারিকরণের প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় হতে বিদ্যালয়সমূহ সরকারিকরণের কার্যক্রম ইতোমধ্যে গৃহীত হয়েছে এবং বর্তমানে কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন।
- ২৫টি মিলের শ্রমিক অবসায়ন পরর্বতী সময়ে মিল ও বিজেএমসি'র অন্যান্য সম্পত্তির যথাযথ ব্যবহার বিষয়ে অনুসরণীয় কর্মপন্থা ও কর্মকৌশল সম্পর্কে সুপারিশ প্রণয়নের জন্য উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন ১৩ সদস্য বিশিষ্ট একটি নীতি নির্ধারণী কমিটি কাজ করছে। এছাড়াও বন্ধপরবর্তী ২৫টি পাটকল ও বিজেএমসি'র সাংগঠনিক কাঠামো পুনর্গঠনের বিষয়ে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় হতে পৃথক একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটির কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

বিজেএমসির বন্ধ ঘোষিত মিলসমূহ লিজ প্রদান কার্যক্রমের অগ্রগতি :

১ম EoI সংক্রান্ত :

- সরকারি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১ম পর্যায়ে ১৭টি মিলের সরকার নির্ধারিত Terms of Reference (TOR) এর আলোকে ২৭.০৪.২০২১ তারিখে Expression of Interest (EOI) আহবান করা হয়। যথাযথ পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক প্রাপ্ত প্রস্তাবসমূহ যাচাই বাছাই করতঃ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুশাসনের আলোকে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনক্রমে নিম্নোক্ত ৫টি মিল নামের পাশে বর্ণিত প্রতিষ্ঠান বরাবর ইজারা প্রদানের লক্ষ্যে ০৩/১১/২০২১ তারিখ NOA জারি করা হয়েছে।

ক্রমিক	মিলের নাম	সর্বোচ্চ স্কোর অর্জনকারী প্রতিষ্ঠানের নাম
১	বাংলাদেশ জুট মিলস লিঃ, নরসিংদী	Bay Footwear Ltd
২	জাতীয় জুট মিলস লিঃ, সিরাজগঞ্জ।	J R (Jute Republic) Ltd.
৩	দি ক্রিসেন্ট জুট মিলস কোং লিঃ, খুলনা	Mimu Jute Mills Ltd.
৪	হাফিজ জুট মিলস লিঃ, চট্টগ্রাম।	Saad Musa Fabrics Limited
৫	কে.এফ.ডি. জুট মিলস লিঃ, চট্টগ্রাম।	Unitex Composite Mills Ltd.

- TOR ও NOA এর শর্ত মোতাবেক NOA প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে বাংলাদেশ জুট মিলস লি: এর অনুকূলে JUTE ALLIANCE LIMITED এবং কেএফডি জুট মিলস্ লি: এর অনুকূলে Unitex Composite Mills Ltd. জামানতের টাকা প্রদান করায় গত ০৬-০১-২০২২ তারিখে Unitex Composite Mills Ltd. এর সাথে এবং ১০-০১-২০২২ তারিখে JUTE ALLIANCE LIMITED এর সাথে চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়েছে। ইজারা চুক্তি স্বাক্ষরিত প্রতিষ্ঠানদুটির নিকট সংশ্লিষ্ট মিলদুটি ইজারা প্রদানের নিমিত্ত TOR এর শর্তানুযায়ী যৌথ ইনভেন্টরি কমিটির মাধ্যমে হস্তান্তর ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে এবং প্রতিষ্ঠানদুটি বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

চিত্র : মিল লিজ চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান

- অপরদিকে NOA প্রাপ্ত অপর ২টি প্রতিষ্ঠান Mimu Jute Mills Ltd. এবং SAAD MUSA FABRICS LIMITED জনামানতের সম্পূর্ণ টাকার বিপরীতে আংশিক টাকা জমা প্রদান করে কয়েক দফা সময় বর্ধিত করে। সর্বশেষ বর্ধিত তারিখে টাকা জমা দানে ব্যর্থ হওয়ায় তাদের জারিকৃত NOA বাতিল হয়েছে।

২য় EoI সংক্রান্ত :

- বিজেএমসি'র বন্ধ ঘোষিত ১৩টি মিল ইজারা (Lease) পদ্ধতিতে বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় পুনঃচালুর বিষয়ে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনার প্রেক্ষিতে বিজেএমসি হতে গত ০৭.০২.২০২২ তারিখ 2nd EoI বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়। যথাযথ পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক প্রাপ্ত প্রস্তাবসমূহ যাচাই বাছাই করতঃ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুশাসনের আলোকে ১৩টি মিল লিজ প্রদান সংক্রান্ত প্রস্তাব বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। প্রেরিত প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অনুমোদনের আলোকে নিম্নোক্ত ৭টি মিল নামের পাশে বর্ণিত প্রতিষ্ঠান বরাবর ইজারা প্রদানের লক্ষ্যে ১৫/০৬/২০২২ তারিখ NOA জারি করা হয়েছে।

ক্রম	জুট মিলের নাম	প্রতিষ্ঠানের নাম
১.	জাতীয়	Rasid Automatic Rice Mills Ltd.
২.	আর আর	Interstoff Ltd. (JV)
৩.	এম এম	Steel Mark Buildings Ltd.
৪.	গুল আহম্মদ	Armada Spinning Mills Ltd.
৫.	জেজেআই লিঃ	Finestay Eco Resort & Agro Park Ltd.
৬.	দৌলতপুর	Golden Fiber Australia
৭.	প্লাটিনাম	Fortune shoes Ltd.

উল্লেখিত ৭টি মিলের মধ্যে ক্রমিক ১ লিজ প্রদানের লক্ষ্যে NOA প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান Rasid Automatic Rice Mills Ltd. এর সাথে চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে। মিলটি লিজ গ্রহিতার নিকট বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে। ক্রমিক ৩ এ বর্ণিত এম এম জুট মিলের অনুকূলে NOA প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান Steel Mark Buildings Ltd. লিজ মানির সম্পূর্ণ অর্থ জমা প্রদান করেছে। অপর দিকে ক্রমিক ৭ এ বর্ণিত প্লাটিনাম জুট মিলের বিপরীতে NOA প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান Fortune shoes Ltd. লিজ মানির ৫০% অর্থ জমা প্রদানপূর্বক অবশিষ্ট ৫০% অর্থ প্রদানের ৩১ আগস্ট,২০২২ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির আবেদন করেন। ক্রমিক ২,৫,৬ এর অনুকূলে NOA প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান লিজ মানি পরিশোধের জন্য সময় বৃদ্ধির আবেদন করেছে, ক্রমিক ৪ অদ্যাবধি সময় বৃদ্ধির আবেদন করেন নাই।

বাংলাদেশ পাটকল করপোরেশেনের কর্মকর্তাদের সাথে মিল লিজ বিষয়ক মতবিনিময় সভা গত ০২/০৬/২০২২ তারিখে বিজেএমসি'র বোর্ড সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভা প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সচিব জনাব মোঃ আব্দুর রউফ, সভাপতিত্ব করেন জনাব মুহাম্মদ সালেহউদ্দীন, চেয়ারম্যান, বিজেএমসি। সভায় মিল লিজ সংক্রান্ত বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

চিত্র : মিল লিজ বিষয়ক মতবিনিময় সভা

উল্লেখযোগ্য অর্জন

বিজেএমসি'র নিয়ন্ত্রণাধীন বন্ধ মিলসমূহ লিজ পদ্ধতিতে পুনঃচালুকরণ :

মাননীয় বস্ত্র ও পাট মন্ত্রী জনাব গোলাম দস্তগীর গাজী এমপি, (বীর প্রতীক), ১৮ এপ্রিল তারিখে নরসিংদীর পলাশে বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশ জুট মিলস্ লিমিটেডের উৎপাদন কার্যক্রম শুভ উদ্বোধন করেন। এসময় বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সচিব জনাব মোঃ আব্দুর রউফ, নরসিংদীর জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপার, পলাশ উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও), বাংলাদেশ জুট মিলের প্রকল্প প্রধান ও জুট অ্যালায়েন্স লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব জিয়াউর রহমানসহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।

চিত্র : বাংলাদেশ জুট মিলস্ লিমিটেডের উৎপাদন কার্যক্রম শুভ উদ্বোধন

মাননীয় বস্ত্র ও পাট মন্ত্রী জনাব গোলাম দস্তগীর গাজী এমপি, (বীর প্রতীক), ২৪ মে তারিখে চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়ায় বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় কেএফডি লিমিটেডের উৎপাদন কার্যক্রম শুভ উদ্বোধন করেন। এসময় বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য জনাব মো. নজরুল ইসলাম চৌধুরী, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সচিব জনাব মোঃ আব্দুর রউফসহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।

চিত্র : কেএফডি লিমিটেডের উৎপাদন কার্যক্রম শুভ উদ্বোধন

সেমিনার

বিজেএমসি'র বন্ধ ঘোষিত ১৩টি মিল ইজারা (Lease) পদ্ধতিতে বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় পুনঃচালুর বিষয়ে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় হতে 2nd EoI বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের নির্দেশনার প্রেক্ষিতে বিজেএমসি হতে গত ০৭.০২.২০২২ তারিখে 2nd EoI বিজ্ঞপ্তি জারির প্রেক্ষিতে Short Listed Bidder-দের নিয়ে ১৮ এপ্রিল, ২০২২ তারিখে জুট ডাইভারসিফিকেশন প্রমোশন সেন্টার (জেডিপিসি) এর কনফারেন্স কক্ষে সেমিনারের আয়োজন করা হয়। আয়োজিত সেমিনারে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্তি সচিব (বস্ত্র) জনাব মোহাম্মদ আবুল কালাম, এনডিসি মহোদয় সভাপতিত্ব করেন বিজেএমসি'র চেয়ারম্যান জনাব মুহাম্মদ সালেহউদ্দীন, অতিরিক্তি সচিব মহোদয় । এছাড়াও বিজেএমসি'র পক্ষে মুখ্য পরিচালন কর্মকর্তা ও মহাব্যবস্থাপক (প্রশাসন ও সাঃ সেবা) উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন। উক্ত সেমিনারে কিছু কিছু প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিগণ স্বশরীরে এবং কিছু প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি জুম প্ল্যাটফরমে অংশগ্রহণ করেন। বিজেএমসি'র পক্ষে মুখ্য পরিচালন কর্মকর্তা পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশেন করেন। চূড়ান্ত প্রস্তাব দাখিলের জন্য কি কি কাগজ-পত্র দাখিল করতে হবে, বিজনেস প্ল্যান কিভাবে প্রস্তুত করতে হবে, চূড়ান্ত প্রস্তাব কিভাবে মূল্যায়ন করা হবে ইত্যাদি বিষয়ে সরকার নির্ধারিত TOR অনুযায়ী বিস্তারিত বিষয়াদি উক্ত পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনে উপস্থাপন করা হয়। সেমিনারে অংশগ্রহনকারীগণ বিভিন্ন প্রশ্নের মাধ্যমে চূড়ান্ত প্রস্তাব দাখিলের বিষয়ে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মহোদয়ের দিক নির্দেশনা গ্রহণ করেন। উক্ত সভায় অংশগ্রহনকারীগণের পক্ষে বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন উত্থাপিত হয়; যেমন- মিলের সিডিউলসমূহ পরিবর্তন হবে কিনা, লিজ গ্রহণের পর পাট সংক্রান্ত ব্যবসার পাশাপাশি অন্য কোন ব্যবসা পরিচালনা করা যাবে কিনা, মিলের অবসায়নকৃত শ্রমিকদের নিয়োজিতকরণ বাধ্যতামূলক কিনা, লিজযোগ্য মিলসমূহ পরিদর্শন করতে পারবে কিনা ইত্যাদি। বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মহোদয় TOR এর আলোকে এসকল প্রশ্নের সন্তোষজনক জবাব প্রদান করেন।

চিত্র : বিজেএমসি'র পক্ষে কর্মকর্তাবৃন্দ চিত্র : সেমিনারে অংশগ্রহনকারী প্রতিনিধিগণ

উন্নয়ন প্রকল্প :

(ক) এডিপিভুক্ত প্রকল্প :

১। শেখ হাসিনা স্পেশালাইজড জুট টেক্সটাইল মিল প্রকল্প (মাদারগঞ্জ, জামালপুর)।

(খ) এডিপি বর্হিভুত প্রকল্প :

১। পাট পাতা থেকে জৈব পানীয় তৈরীর পরীক্ষামূলক প্রকল্প (পাইলট);
২। শেখ হাসিনা সোনালি আঁশ ভবন নির্মাণ প্রকল্প;

বি: দ্র: সরকারি আদেশে বিজেএমসি'র নিয়ন্ত্রণাধীন ২৫টি মিলের শ্রমিকদের চাকুরি গোল্ডেন হ্যান্ডশেক সুবিধার আওতায় অবসানসহ উৎপাদন কার্যক্রম ০১/০৭/২০২০ খ্রিঃ তারিখ থেকে সম্পূর্ণরূপে বন্ধ ঘোষণা করা হয়। বন্ধ পরবর্তী সরকারি সিদ্ধান্তে উপরোক্ত প্রকল্প গুলোর কার্যক্রম বন্ধ করা হয়।

৩। পাট হতে সোনালি ব্যাগ উৎপাদন (পাইলট) প্রকল্প :

বিজেএমসি'র বৈজ্ঞানিক উপদেষ্টা ড. মোবারক আহমদ খান কর্তৃক ২০১৭ সালে পাটের সেলুলোজ থেকে পচনযোগ্য (Biodegradable) ব্যাগ তৈরীর বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে ও তার উপকারিতা উপলব্ধি করে উক্ত ব্যাগ তৈরী ও বাজারজাতকরণের স্বার্থে সোনালী ব্যাগ নামে ১০৩৬.৮৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে একটি পাইলট প্রকল্প গ্রহণ করা হয় এবং মাননীয় মন্ত্রী, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় কর্তৃক ১২/০৫/২০১৭ সালে লতিফ বাওয়ানী জুট মিলস লিঃ উদ্বোধনের মাধ্যমে কার্যক্রম শুরু হয়। বর্তমানে প্রতিদিন এক শিফটে ম্যানুয়ালি সোনালি ব্যাগ উৎপাদনের কার্যক্রম চালু রয়েছে। অটোম্যাটিক ব্যাগ বানানোর মেশিন বাইরের দেশে সন্ধান না পাওয়ায় দেশীয় ইঞ্জিনিয়ার এর মাধমে মেশিন বানানোর কাজ চলমান রয়েছে। অটোম্যাটিক মেশিন সরবরাহের পর দৈনিক ১ লক্ষ পিস সোনালি ব্যাগ উৎপাদন করা যাবে বলে আশা করা যাচ্ছে। সোনালী ব্যাগ দ্রুত বাজারজাতকরণের লক্ষ্যে স্বল্প মেয়াদের প্রকল্প পরিকল্পনা শেষ হলে মধ্যম ও দীর্ঘ মেয়াদি প্রকল্প পরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে। পরিবেশ বান্ধব সোনালি ব্যাগের অধিকতর গবেষণার জন্য পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ৯৯৬.৮৯ (নয়শত ছিয়া নব্বই দশমিক আট নয়) লক্ষ টাকার সরকারি অনুমোদন পাওয়া গেছে এবং ১ম কিস্তির অর্থ খরচ হয়েছে এবং বাকি অর্থ খরচের জন্য টেন্ডারের কাজ চলমান রয়েছে। উল্লেখ্য, এ পর্যন্ত পৃথিবীর প্রায় ১৩৪টি দেশ পলিব্যাগ নিষিদ্ধ ঘোষনা করেছে। শুধু মাত্র সঠিক বিকল্প না থাকায় নিষিদ্ধ পলিথিনের ব্যবহার বন্ধ হচ্ছে না। এজন্য পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই সোনালি ব্যাগের চাহিদা রয়েছে। সোনালি ব্যাগই একমাত্র ক্ষতিকর পলিথিনের বিকল্প হতে পারে বলে আশা করা যায়। প্রকল্পটির মেয়াদ ডিসেম্বর'২০২২ পর্যন্ত আরো ১ (এক) বছর বৃদ্ধি করা হয়েছে।

সোনালি ব্যাগ আবিস্কারের ইতিহাস :

বাংলাদেশের প্রকৃতি ও পরিবেশ ভয়াবহ সংকটের দিকে যাচ্ছে ক্রমশই। পরিবেশ বিপর্যয়ের তালিকায় বাংলাদেশের নাম পৃথিবীর অন্যতম ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থানে আছে। পরিবেশ বিপর্যয়ের বিষয় গুলোর মধ্যে ক্ষতিকর প্লাষ্টিক দ্রব্যের ব্যবহার বৃদ্ধি এই বিপর্যয়ের জন্য অন্যতম ভাবে দায়ী। যদিও সরকার সিঙ্গেল ইউজ প্লাষ্টিক/ প্লাষ্টিক জাতীয় বর্জ্য ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে দশ বছর মেয়াদী plastic action plan প্রণয়ন করেছে এমনকি ইতিপূর্বে single use প্লাষ্টিকের ব্যাগ ব্যবহার নিষিদ্ধও করা হয়েছিল কিন্তু বাজারে এর উপযুক্ত বিকল্প না থাকায় প্লাষ্টিক ব্যাগের ব্যবহার এখনো পর্যন্ত সারা বিশ্বেই বন্ধ করাটা কঠিন হয়ে পড়েছে।

এই কঠিন কাজটিই সমাধানে এগিয়ে এসেছেন বাংলাদেশের পরমাণু শক্তি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সাবেক ডিজি বর্তমানে বাংলাদেশ পাটকল করপোরেশনের বৈজ্ঞানিক উপদেষ্টা প্রফেসর ড. মোবারক আহমদ খাঁন। তিনি মনযোগ দেন পরিবেশ দূষণ হ্রাসে বিষাক্ত পলিথিনের ব্যবহার বন্ধে এর বিকল্প উপাদান আবিষ্কারে।

তিঁনি প্রথমে স্টার্চ জাতীয় উপাদান, জিলাটিন তথা প্রাকৃতিক উপাদান দিয়ে প্রথমে ব্যাগ তৈরি করেন। কিন্তু এইসব উপাদান সহজলভ্য না হওয়ায় তিঁনি পরিকল্পনা করেন সেলুলোজ দিয়ে পলিব্যাগ তৈরির, যা হবে সস্তা, সহজলভ্য। পরমাণু শক্তি গবেষণা ইন্সটিটিউটে দীর্ঘ গবেষণার পর তিঁনি ল্যাব স্কেলে পাটের সেলুলোজের উপর ভিত্তি করে উন্নত প্যাকেজিং উপাদান তৈরিতে সফল হন, যা সম্পূর্ণরূপে পরিবেশ বান্ধব, পচনশীল, কম্পোস্টেবল। পরবর্তীতে তিঁনি ২০১৭ সালে পাট থেকে টেকসই প্যাকেজিংয়ের একটি প্রযুক্তি উদ্ভাবন করার লক্ষ্যেই বাংলাদেশ পাটকল কর্পোরেশনে (বিজেএমসি) বৈজ্ঞানিক উপদেষ্টা হিসাবে যোগদান করে একাটি পাইলট প্রকল্প হাতে নেন।

পাটের সোনালি আঁশ থেকে এই ব্যাগ হওয়ায় বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এই প্যাকেজিং উপাদানের নাম রেখেছেন "সোনালি ব্যাগ"।

সোনালি ব্যাগের বৈশিষ্ট্য :

সোনালি ব্যাগ বাহ্যিকভাবে পলিব্যাগের মত দেখালেও এটি মাটিতে সম্পূর্ণরূপে পচনশীল (সময় নির্ভর), কম্পোস্টেবল (উদ্ভিদ বৃদ্ধির জন্য প্রাকৃতিক সার হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে), সময় নির্ভরযোগ্য পানিতে দ্রবণীয় (প্রয়োজন অনুযায়ী পৃষ্ঠকে সংশোধন করা যায় যেমন কিছু ব্যাগ আছে যা পানিতে কয়েক ঘন্টার মধ্যে দ্রবীভূত হয় আবার কিছু ব্যাগ আছে যা পানিতে ছয় মাসের মধ্যে দ্রবীভূত হয় না যা তরল জাতীয় বস্তুর জন্য ব্যবহৃত হবে)। পানিতে মিশে গেলে জৈব প্লাঙ্কটনে (Plankton) পরিণত হয় যা মাছের খাদ্য হিসাবে যোগান দিবে। আগুনে পুড়লে ছাই হয়ে যায় কিন্তু বিষাক্ত কোন গ্যাস তৈরি করে না। এটি খাদ্য দ্রব্য সংরক্ষণের কাজেও ব্যবহার করা যায় এবং পলি ব্যাগের চেয়ে ১.৫ গুণ বেশি ভার বহন করতে সক্ষম।

পাট থেকে সোনালি ব্যাগ তৈরির কারণ/ পরিবেশের প্রভাব :

প্রাকৃতিক তন্তুর মধ্যে পাট অন্যতম। আমাদের উপর প্রকৃতির অন্যতম দান হচ্ছে এই পাট। পাট গাছ থেকে মাত্র চার মাসের মধ্যেই সেলুলোজ সংগ্রহ করা যায় যা অন্যান্য উদ্ভিদের ক্ষেত্রে অকল্পনীয়। তাছাড়া গবেষণায় দেখা গেছে যে, এক হেক্টর পাট গাছ বায়ুমণ্ডল থেকে প্রায় ১৫ টন কার্বন ডাই অক্সাইড নিঃসরণ করে এবং ১১ টন অক্সিজেন বায়ুমণ্ডলে যুক্ত করে যা পরিবেশের উপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলে। এ ছাড়াও সোনালি ব্যাগে দেশজ পণ্য পাটের ব্যবহারের ফলে মুদ্রার বহির্মুখ প্রবাহ হ্রাস করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা যাবে।

"পাট হতে পরিবেশবান্ধব সোনালি ব্যাগ উৎপাদনের জন্য অধিকতর গবেষণা কাযক্রম গ্রহণ ও সম্পাদন" শীর্ষক প্রকল্প :

ইতোমধ্যে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট (বিসিসিটি) এর অর্থায়নে লতিফ বাওয়ানি জুট মিলে "পাট হতে পরিবেশবান্ধব সোনালি ব্যাগ উৎপাদনের জন্য অধিকতর গবেষণা কাযক্রম গ্রহণ ও সম্পাদন" শীর্ষক প্রকল্প শুরু হয়।

সোনালি ব্যাগ তৈরির পদ্ধতি প্রচলিত পদ্ধতির মত না হওয়ায় উৎপাদনের মেশিন তৈরি কিংবা বিদেশ থেকে সরবরাহ করাটা প্রধান লক্ষ্য ছিল। সোনালি ব্যাগ তৈরির প্রথম লক্ষ্য ছিল দেশীয় প্রযুক্তি ও নিজের মেধায় ফিল্ম কাস্টিং মেশিন তৈরি করা। বিজেএমসির অর্থায়নে সোনালি ব্যাগ প্রকল্পে একটি ৫০ ফিট ওএকটি ১০০ ফিট ফিল্ম কাস্টিং মেশিন সফল ভাবে উৎপাদনের কাজে প্রস্তুত করা হয়েছে যা দিয়ে স্বল্প পরিসরে সোনালি ব্যাগের সীট তৈরি করা হচ্ছে।

চিত্র : ১০০ ফিট ফিল্ম কাস্টিং মেশিন পর্যবেক্ষণ করছেন বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সচিব মহোদয়

কোভিড-১৯ মোকাবেলায় গৃহীত কার্যক্রম :

- বিজেএমসি'র প্রধান কার্যালয় এবং মিলের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে মাস্ক পরার নির্দেশনা দেয়া হয়েছে;
- বিজেএমসি'র প্রধান কার্যালয় এবং মিলসমূহে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা ও খুব প্রয়োজন ছাড়া অন্য কোন অফিস কক্ষে না যাওয়া এবং দাপ্তরিক কাজে যোগাযোগ করার জন্য টেলিফোন, এসএমএস বা ই-মেইলের সর্বোচ্চ ব্যবহার করা;
- বিজেএমসি'র প্রধান কার্যালয় এবং মিলের অফিস প্রাঙ্গন, আসবাবপত্র ও কর্মকর্তা/কর্মচারীদের যাতায়াতের জন্য নির্ধারিত যানবাহন প্রতিদিন দুইবার জীবাণুনাশক তরল দিয়ে পরিষ্কার করা;
- বিজেএমসি'র প্রধান কার্যালয় এবং মিলের টয়লেট ও অফিসসমূহে হ্যান্ডওয়াশের ব্যবহার নিশ্চিত করা এবং ঘন ঘন প্রতিবার কমপক্ষে ২০ সেকেন্ড ধরে হাত ধোয়ার পরামর্শ প্রদান করা;
- বিজেএমসি'র প্রধান কার্যালয় এবং মিলের প্রবেশ পথে আগত সকলের ইনফ্রারেড থার্মোমিটার দিয়ে শরীরের তাপমাত্রা পরিমাপ করা এবং জীবাণুনাশক তরল দিয়ে হাত পরিষ্কার করা;
- সচেতনতার অংশ হিসেবে বিজেএমসি এবং মিল গেইটের প্রবেশদ্বারে সকলের পা ধৌতকরণের জন্য জীবাণুনাশক ব্যবহার করা;
- সচেতনতার অংশ হিসেবে বিজেএমসি এবং মিলের চিকিৎসা বিভাগে কর্মরত চিকিৎসক ও অন্যান্য কর্মচারীদের মধ্যে পিপিই প্রদান করা;
- সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে কাজ করা;
- বিজেএমসি এবং মিলের ভিতরে নিয়মিত জীবাণুনাশক স্প্রে করা;
- সরকার নির্দেশিত স্বাস্থ্য গাইডলাইন অনুসরণ করার জন্য মিলের মসজিদের মাইকে নিয়মিত অনুরোধ করা;
- এ প্রতিষ্ঠান হতে সেবা প্রত্যাশী ব্যক্তিকে মুখে মাস্ক ছাড়া সেবা প্রদান না করা;
- প্রতিটি বিভাগে হ্যান্ড স্যানিটাইজার ব্যবহার করা;
- সরকার ঘোষিত "নো মাস্ক নো সার্ভিস" নির্দেশনা যথাযথভাবে পালন করা।
- সভা সমাবেশ অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য বিধি বিবেচনা করে অনলাইনে (Zoom Platform) সভা করা।

শুদ্ধাচার চর্চা :

বিজেএমসি'র সর্বস্তরের কর্মচারীগণ শুদ্ধাচার চর্চার আচরণগত উৎকর্ষতার জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ। চেয়ারম্যান মহোদয়কে আহবায়ক করে পরিচালক ও উর্ধ্বতন কর্মকর্তার সমন্বয়ে বিজেএমসি'র নৈতিকতা কমিটি হালনাগাদ করা হয়েছে। এ কমিটি শুদ্ধাচার চর্চার বিষয়সমূহ মনিটরিং করছে। বিজেএমসিতে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল চর্চার ফলশ্রুতিতে সর্বস্তরে শৃঙ্খলা অব্যহত রয়েছে। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বিষয়ে বিজেএমসি ২০২১-২২ অর্থবছরে নিম্নরূপ উল্লেখযোগ্য কর্ম-পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করেছে:

- নৈতিকতা কমিটি কর্তৃক ৪টি সভার আয়োজন করা হয়েছে।
- নৈতিকতা কমিটির সভার সিদ্ধান্ত যথাযথ বাস্তবায়ন করা হয়েছে।
- ওয়েবসাইটে শুদ্ধাচার সেবা বক্স হালনাগাদ করা হয়েছে।
- অংশীজনের (Stakeholders) অংশগ্রহণে ২টি সভা করা হয়েছে।
- কর্ম-পরিবেশ উন্নয়ন (স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ/ টিওএন্ডইভুক্ত অকেজো মালামাল বিনষ্টকরণ/ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বৃদ্ধি ইত্যাদি) বিষয়ে ৪টি ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা হয়েছে।
- কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অংশগ্রহণে শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়েছে। ৭৯ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে বর্ণিত বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা, ২০২১-২২ যথাসময়ে (৩০.০৪.২১ তারিখে) প্রণয়ন করে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ এবং বিজেএমসি'র ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে। এ ছাড়াও উক্ত পরিকল্পনার ৪টি ত্রৈমাসিক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন যথাসময়ে প্রস্তুত করে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ এবং বিজেএমসি'র ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে।
- 'শুদ্ধাচার পুরস্কার নীতিমালা ২০২১' এর গাইড লাইন অনুযায়ী বিজেএমসি প্রধান কার্যালয়ের গ্রেড-২ হতে গ্রেড-৯, গ্রেড-১০ হতে গ্রেড-১৬ এবং গ্রেড-১৭ হতে গ্রেড-২০ ভুক্ত একজন করে মোট ৩ জন কর্মচারী; এবং আওতাধীন আঞ্চলিক কার্যালয়সমূহের আরসিওগণ/ মিলসমূহের প্রকল্প প্রধানদের মধ্য হতে একজন কর্মচারীসহ মোট ৪জন কর্মচারীকে ১৫.০৪.২০২২ তারিখে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে এবং পুরস্কারপ্রাপ্তদের তালিকা ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে।
- পিপিএ ২০০৬ এর ধারা ১১(২) ও পিপিআর ২০০৮ এর বিধি ১৬(৬) অনুযায়ী ২০২১-২২ অর্থবছরের ক্রয় পরিকল্পনা ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে।
- নিয়মিত প্রাতিষ্ঠানিক ২টি গণশুনানীর আয়োজন করা হয়েছে।
- সময়মতো অফিসে আসা-যাওয়ার বিষয়টি ১০০% মনিটরিং করা হয়েছে।
- দুর্নীতি বিষয়ক লিফলেট প্রণয়ন করে অধীন সকলকে অবহিত করা হয়েছে।
- বিজেএমসি'র নৈতিকতা কমিটি কর্তৃক দুর্নীতি প্রতিরোধে সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক ৪টি সভা আয়োজন করা হয়েছে।
- বিজেএমসি ও এর আওতাধীন মিলসমূহের জমির ডাটাবেইজ সংক্রান্ত একটি সফটওয়্যার তৈরি করা হয়েছে।

- বিজেএমসি কর্তৃক প্রণীত জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা, ২০২২-২৩ বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করাসহ বিজেএমসি'র ওয়েব সাইটে আপলোড করা হয়েছে।

শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান :

"শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান নীতিমালা ২০২১" এর নির্দেশনা ও ২৬ মে ২০২২ তারিখের ২৪.০৪.০০০০.২০৪.২৪.০০৪.১৭.২৬৪ সংখ্যক স্মারকে গঠিত কমিটির সুপারিশক্রমে বিজেএমসি'র নিম্মোক্ত কর্মকর্তা/ কর্মচারীকে ২০২১-২০২২ অর্থবছরের জন্য শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান করা হয়। বিজেএমসি'র কনফারেন্স কক্ষে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠান বিজেএমসি'র চেয়ারম্যান মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। মনোনীত নিম্মোক্ত ৪ (জন) জন কর্মকর্তা,কর্মচারীকে শুদ্ধাচার পুরস্কার দেয়া হয়।

১। জনাব আব্দুল মান্নান, ব্যস্থাপক (প্রশাসন-১), বিজেএমসি, ঢাকা।
২। জনাব মোঃ নুরুল আলম ভুঁইয়া, ব্যবস্থাপক (উৎপাদন) ও প্রকল্প প্রধান, কে.এফ.ডি জুট মিলস্ লিঃ, রাঙ্গুনিয়া, চট্রগ্রাম।
৩। জনাব মোঃ সুলতান আহমেদ, সহকারী সমন্বয় কর্মকর্তা (ভান্ডার), বিজেএমসি, ঢাকা।
৪। জনাব মোঃ মোসলেম মিয়া, অফিস সহায়ক, পরিচালক (গমানি) দপ্তর, বিজেএমসি, ঢাকা।

চিত্র : শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠান

সিটিজেন চার্টার :

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনার প্রেক্ষিতে সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা এর বাস্তবায়ন ২০২১-২২ অর্থবছর হতে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) এর সাথে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এপিএ এর অংশ হিসেবে গণ্য হওয়ায় আরও গুরুত্বের সাথে বিজেএমসি-তে সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি প্রতিপালন করা হচ্ছে। সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বিষয়ে সরকার নির্ধারিত গাইডলাইন অনুসরণের পাশাপাশি বিভিন্ন সময় বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত নির্দেশনা মোতাবেক বিজেএমসি'র সিটিজেন চার্টার প্রণয়ন/ হালনাগাদ করা হয়েছে। এতে করে সেবা গ্রহীতাগণ আরও সুনির্দিষ্টভাবে বিজেএমসি'র সেবা পাচ্ছে। সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা বিষয়ে বিজেএমসি ২০২১-২০২২ অর্থবছরে নিম্নরূপ উল্লেখযোগ্য কর্ম-পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করেছে :

- সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি পরিবীক্ষণ কমিটি কর্তৃক ৫টি সভার আয়োজন করা হয়েছে ও উক্ত সভাসমূহে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ ১০০% বাস্তবায়ন করা হয়েছে।
- সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে ৪বার হালনাগাদ করা হয়েছে ও বিজেএমসি'র ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে।
- কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অংশগ্রহণে সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি সংক্রান্ত ৪টি প্রশিক্ষণ কর্মসূচি আয়োজন করা হয়েছে।
- সেবা প্রদান বিষয়ে স্টেকহোল্ডারগণের সমন্বয়ে ২টি অবহিতকরণ সভা আয়োজন করা হয়েছে।

অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা :

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনার প্রেক্ষিতে অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনা এর বাস্তবায়ন ২০২১-২২ অর্থবছর হতে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) এর সাথে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এপিএ এর অংশ হিসেবে গণ্য হওয়ায় আরও গুরুত্বের সাথে বিজেএমসিতে অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা প্রতিপালন করা হচ্ছে। অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা বিষয়ে সরকারি ওয়েবসাইট (নির্ধারিত অনলাইন প্ল্যাটফরম) এর পাশাপাশি ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে দাখিলকৃত অভিযোগসমূহ পর্যালোচনা ও নিষ্পত্তি করা হয়েছে। এতে করে সেবা গ্রহীতাগন কর্তৃক দাখিলকৃত অভিযোগসমূহের প্রতিকার অতি দ্রুত ও স্পষ্টভাবে নিষ্পত্তি হচ্ছে। অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা কর্মপরিকল্পনা বিষয়ে বিজেএমসি ২০২১-২০২২ অর্থবছরে নিম্নরূপ উল্লেখযোগ্য কর্ম-পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করেছে :

- অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা (অনিক) ও আপিল কর্মকর্তা সংক্রান্ত আদেশ সময় সময় সংশোধন করা হয়ে থাকে ও সংশোধিত আদেশ ওয়েবসাইটে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে হালনাগাদ করা হয়েছে ও বিজেএমসি'র ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে।
- নির্দিষ্ট সময়ে অনলাইন/ অফলাইনে প্রাপ্ত অভিযোগসমূহ পর্যালোচনা করে অভিযোগের ধরণ অনুযায়ী গৃহীত পদক্ষেপের মাধ্যমে অভিযোগসমূহ নিষ্পত্তি করা হয় এবং নিষ্পত্তি সংক্রান্ত ১২টি মাসিক প্রতিবেদন বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
- কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অংশগ্রহণে অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা এবং জিআরএস সফটওয়্যার বিষয়ক ৪টি প্রশিক্ষণ কর্মসূচি আয়োজন করা হয়েছে।
- অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা বিষয়ে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে পরিবীক্ষণ করতঃ পরিবীক্ষিত ৪টি প্রতিবেদন বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে এবং প্রতিবারই বিজেএমসি'র ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে।
- অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা বিষয়ে স্টেকহোল্ডারগণের সমন্বয়ে ২টি অবহিতকরণ সভা আয়োজন করা হয়েছে।

তথ্য অধিকার :

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনার প্রেক্ষিতে তথ্য অধিকার সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনা এর বাস্তবায়ন ২০২১-২২ অর্থবছর হতে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) এর সাথে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এপিএ এর অংশ হিসেবে গণ্য হওয়ায় আরও গুরুত্বের সাথে বিজেএমসিতে তা প্রতিপালন করা হচ্ছে। এতে করে বিজেএমসি'র সেবা গ্রহীতাগণ বিজেএমসি'র তথ্যের ক্যাটাগরি সম্পর্কে ও তাদের প্রত্যেকের তথ্য প্রাপ্তির বিষয়টি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা পেতে পারেন। তথ্য অধিকার কর্মপরিকল্পনা বিষয়ে বিজেএমসি ২০২১-২০২২ অর্থবছরে নিম্নরূপ উল্লেখযোগ্য কর্ম-পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করেছে :

- তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সেবা গ্রহীতাদের তথ্য প্রদান নিশ্চিত করা হয়েছে।
- স্বপ্রণোদিতভাবে বিজেএমসি'র প্রকাশযোগ্য তথ্য হালনাগাদ করে ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে।
- বিজেএমসি'র উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম সম্বলিত বার্ষিক প্রতিবেদন ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে।
- তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৫ ধারা অনুসারে বিজেএমসি'র বিদ্যমন সেবা প্রদান সংক্রান্ত তথ্যের বিবরণ ও সেবা প্রদানের পদ্ধতি সম্বলিত ভিন্ন ৩ (তিন)টি ক্যাটাগরিতে ৩টি ভিন্ন ভিন্ন তালিকা/ ক্যাটালগ প্রণয়ন করে ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে।
- তথ্য অধিকার আইন ও বিধিবিধান সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৩টি প্রচার কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে।
- কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অংশগ্রহণে তথ্য অধিকার বিষয়ে ৩টি প্রশিক্ষণ কর্মসূচি আয়োজন করা হয়েছে।

বিজেএমসি'র উদ্ভাবনী কর্মকান্ড :

(১) উদ্ভাবনের নাম- জুডিশিয়াল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম :

বিজেএমসি ও এর নিয়ন্ত্রণাধীন মিলসমূহে প্রায় ১ হাজারের উপর মামলা বিভিন্ন আদালতে চলমান আছে। এ সকল মামলা পরিচালনার ক্ষেত্রে তথ্যগত সমস্যাসহ প্রচুর সমস্যার সমাধানের জন্য "জুডিশিয়াল ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার" প্রস্তুত করা হয়েছে। এতে নিম্নলিখিত সুবিধা পাওয়া যাচ্ছে :

- ➢ আদালতের ধরণ অনুসারে মামলার তথ্য পাওয়া যাবে। অর্থাৎ উচ্চ আদালতে এবং নিম্ন আদালাতে অবস্থানরত মামলাসমূহের তথ্য আলাদা আলাদা ভাবে দেখা যাবে।
- ➢ বিভিন্ন আইনজীবী ভেদে ভিন্ন ভিন্ন মামলার তথ্য পাওয়া যাবে।
- ➢ কোর্ট অনুসারে মামলার তথ্য পাওয়া যাবে।
- ➢ মামলা সংক্রান্ত সাম্প্রতিক কার্যকলাপের নোটিফিকেশন পাওয়া যাবে।
- ➢ আইনজীবী অনুযায়ী মামলার আর্থিক তথ্যাদি এক নজরে পাওয়া যাবে। প্রয়োজন অনুসারে ইনভয়েস বের করা যাবে।
- ➢ মামলার পরবর্তী তারিখ আসার পূর্বেই নোটিফিকেশন পাওয়া যাব। ফলে মামলার দিন কি কি হলো তা তাৎক্ষণিকভাবে জানা যাবে।

ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা :

চিত্র : ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা

(২) সেবা ডিজিটালাইজেশনের নাম- ডিজিটালাইজেশন অব মানথলি মিল একাউন্টস্ ইনফরমেশন :

পূর্বের মিলসমূহের ভাউচারসমূহ ম্যানুয়ালি লেজার বুক এ লিপিবদ্ধ করে হিসাব কার্যক্রমের বিভিন্ন ধাপসমূহ অবলম্বন করে মাসিক/বার্ষিক হিসাব বিবরণী প্রস্তুত করে হিসাব বিভাগের কস্ট এন্ড বাজেট শাখায় প্রেরণ করা হতো। পরবর্তীতে প্রধান কার্যালয়ে একই পদ্ধতি অবলম্বন করে পুনরায় পোস্টিং দিয়ে মিলসমূহের পুঞ্জিভূত মাসিক/বার্ষিক হিসাব বিবরণী প্রস্তুত করা হতো। সফটওয়্যার প্রস্তুতের ফলে যে সুবিধাগুলো পাওয়া যায় তা নিম্নরূপ :

- নতুন সফটওয়্যার-এ ভাউচারসমূহ মিলসমূহ হতে সরাসরি পোস্টিং/এন্ট্রি করা হলে একই সাথে মিলের হিসাব ও মিলসমূহের পুঞ্জিভূত হিসাব তৈরি হয়ে যাবে।
- সফটওয়্যারের মাধ্যমে স্বল্প সময়ের মধ্যে মিল/মিলসমূহের ইনকাম স্টেটমেন্ট, ব্যালেন্স সিট, ট্রায়েল ব্যালেন্স, ক্যাশফ্লো স্টেটমেন্ট, বিভিন্ন লেজার এবং বিভিন্ন ভাউচার রিপোর্ট সমূহ নির্ভূলভাবে তৈরি করা যাবে।
- উক্ত সফটওয়্যার এর মাধ্যমে এই সকল রিপোর্ট সমূহ এর সফট কপি ও হার্ড কপি খুব সহজে সংগ্রহ করা সম্ভব হবে।
- প্রধান কার্যালয় এর বেতন সংক্রান্ত সকল কাজ যেমন: বেতন বিবরণী, কর বিবরণী ও বেতন সংক্রান্ত সকল রিপোর্ট পাওওয়া যাবে।
- প্রধান কার্যালয়ের ব্যালেন্স সিট ট্রায়েল ব্যালেন্স, ক্যাশফ্লো স্টেটমেন্ট (মাসিক, ষান্মাষিক, বাৎসরিক) এ সংক্রান্ত যেকোন রিপোর্ট সহজে তৈরি করা যাবে।
- বিল ভাউচার সমূহ অটোমেটিভ সিস্টেমে প্রস্তুত এবং একইসাথে পোস্টিং হবে।
- পূর্বে বিল, ভাউচার সমূহ হাতে লিখে প্রস্তুত করা হতো এবং চেক বা ক্যাশ তৈরির পর আলাদাভাবে সফটওয়্যারে পোস্টিং বা এন্ট্রি করতে হতো। কম্পিউটারে এন্ট্রির মাধ্যমে নতুন সফটওয়্যারে বিল তৈরি করা হবে। এক্ষেত্রে বিল অটোমেটেড সিস্টেমে ভাউচার প্রিন্ট করবে এবং একইসাথে সিস্টেমে ইনপুট হবে।
- রিপোর্ট সমূহ পূর্বে সফট কপি (এক্সেল, পিডিএফ) তৈরি করা বা ই-মেইল করা সম্ভব হতো না যা বর্তমান সফটওয়্যারে করা যাবে।

(৩) সেবা সহজীকরণের নাম- মৃত্যু বীমা পরিশোধ সংক্রান্ত :

বিজেএমসি-তে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য মৃত্যু বীমা চালু আছে। কর্মকর্তা-কর্মচারীর মৃত্যুর পর বীমার টাকা পারিশোধে পূর্বে ৪৬টি ধাপ অতিক্রম করে বীমা দাবী পরিশোধ করা হতো। এক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সময়সীমা ছিল না। ফলে দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হতো। ইনোভেশন টিমের উদ্যোগে বর্তমানে ৪০টি ধাপ কমিয়ে মাত্র ৬টি ধাপে এবং ৩০ দিনের মধ্যে কার্য সমাধার জন্য গত ০৬ই ফেব্রুয়ারি ২০২২ তারিখে স্মারক নং ২৪.০৪.০০০০.২০৩.৩০.০০৪.১৮.৬৩ এর মাধ্যমে সরকারি আদেশ জারি করা হয়। ফলে মৃত্যু বীমার টাকা পারিশোধে সময় অনেক কম লাগছে এবং এতে যাতায়াত খরচ কমে গেছে।

ই-গভর্ন্যান্স বাস্তবায়ন অগ্রগতি :

- বিজেএমসি প্রধান কার্যালয় ও নিয়ন্ত্রণাধীন মিলসমূহের সকল কার্যক্রম কম্পিউটারাইজড করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।
- প্রধান কার্যালয়সহ প্রতিটি মিলকে ইন্টারনেট এর আওতায় আনা হয়েছে। বর্তমানে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি ই-মেইলের মাধ্যমে আদান-প্রদান করা হয়।
- সংস্থার প্রধান কার্যালয়ে ই-ফাইলিং কার্যক্রম চালু ৯৫% এর উপরে রয়েছে।
- ই-জিপি কার্যক্রম চালু রয়েছে।
- প্রধান কার্যালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতনসহ হিসাব বিভাগের যাবতীয় কাজ সফ্টওয়্যারের মাধ্যমে করা হচ্ছে।
- মিলসমূহে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন, বোনাস, পিএফ, সংক্রান্ত কার্যক্রম সফ্টওয়্যারের মাধ্যমে করা হচ্ছে।
- বিজেএমসি'র প্রধান কার্যালয়ের সকল বিভাগের মধ্যে LAN সংযোগ রয়েছে।
- www.bjmc.gov.bd নামে ওয়েবসাইটটি নিয়মিত হালনাগাদ করা হচ্ছে।
- নিরাপত্তা জোরদার করার স্বার্থে প্রধান কার্যালয় ও মিলসমূহকে CCTV এর আওতায় আনা হয়েছে।
- নিরাপত্তা জোরদার করার স্বার্থে প্রধান কার্যালয়ে Archway Metal Detector Gate স্থাপন করা হয়েছে।
- সংস্থার কার্যক্রমে অধিক স্বচ্ছতা আনয়নে নিয়োগ, টেন্ডার ও অন্যান্য বিজ্ঞপ্তিসমূহ দৈনিক পত্রিকার পাশাপাশি নিয়মিতভাবে বিজেএমসি'র ওয়েবসাইটে প্রকাশিত হচ্ছে।
- বিজেএমসি'র প্রধান কার্যালয়, আঞ্চলিক অফিস ও মিলসমূহে বায়োমেট্রিক হাজিরা পদ্ধতি চালু করা হয়েছে।
- ই-ছুটি ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যার চালু রয়েছে।
- স্থানীয় ক্রেতা তালিকাভুক্তকরণ সংক্রান্ত সফ্টওয়্যার চালু রয়েছে।
- "স্টোর ইনভেন্টরি ম্যানেজমেন্ট" সফ্টওয়্যার চালু করা হয়েছে।
- বিজেএমসি'র Transport Data Management System Software চালু করা হয়েছে।
- মিলসমূহের জমি-জমা বিষয়ক অনলাইন ভিত্তিক সফটওয়ার চালু করা হয়েছে।
- Automation of BJMC Accounting System Software চালু করা হয়েছে।

এসডিজির লক্ষ্যমাত্রা অর্জন অগ্রগতি :

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় ৭টি লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছে। লক্ষ্যসমূহ হচ্ছে-৪, ৫, ৬, ৮, ৯, ১২ ও ১৭। সহযোগী/কো-লিড মন্ত্রণালয় হিসেবে এসব লক্ষ্য অর্জনে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের সাথে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) অর্জনে বিজেএমসি কর্তৃক নিম্নোক্ত কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে :

- বাংলাদেশের সামগ্রিক উন্নতির কারনে নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশ এর তালিকা হতে মধ্যম আয়ের দেশ এর কাতারে শামিল হয়েছে। নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশ (LDC) হিসাবে পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে যে সকল শুল্কমুক্ত সুবিধা ভোগ করত সে সকল সুবিধা থেকে বঞ্চিত হবে। এক্ষেত্রে রপ্তানি খাতে বিঘ্নিত না হয় সে কারণে ট্রেডিশনাল পাটপণ্যের পরিবর্তে অধিক পরিমাণ বহুমুখী পাটপণ্য উৎপাদন ও রপ্তানি করতে হবে। কারণ ইউরোপ ও আমেরিকাসহ বিভিন্ন দেশে প্রায় ১২২টি বহুমুখী পাটপণ্যের প্রচুর চাহিদা রয়েছে। এর মাধ্যমে রপ্তানি শুল্ক রহিত করা হলেও পাটপণ্যের রপ্তানি আয় বৃদ্ধি করা সম্ভব। এ কারণে সরকার সাময়িকভাবে মিলসমূহের উৎপাদান বন্ধ করে এবং লীজ পদ্ধতির মাধ্যমে পাটপণ্য ও বহুমুখী পণ্য উৎপাদন পরিকল্পনা করছে।

- বিজেএমসি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিষয়ে ২০২১-২২ অর্থবছরের জুলাই হতে জুন ২০২২ পর্যন্ত ৬৫৯ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে বিজেএমসি'র নিজস্ব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষকদের দক্ষতা অর্জনে এনএসডিএ এর সাথে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

- বিজেএমসি'র বর্তমান নিয়মনীতি জেন্ডার সমতাভিত্তিক। বেতন ও অনান্য সুযোগ সুবিধার ক্ষেত্রে মহিলাদের বিভাজন করা হয় না। মহিলা কর্মকর্তা/কর্মচারীরাও বিজেএমসি'র প্রধান কার্যালয় এবং মিলগুলোতে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণে সমান ভূমিকা রাখে। বিজেএমসি'র প্রধান কার্যালয় এবং মিলগুলোতে মহিলা কর্মকর্তা/কর্মচারী কোন ধরণের যৌন হয়রানির শিকার হয়েছে এমন কোন তথ্য নেই। বিজেএমসি'র জেন্ডার রেসপনসিভ ম্যানেজমেন্ট কর্তৃক মহিলা কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সুবিধার্থে ডে-কেয়ার সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে।

- বিজেএমসি'র প্রতিটি ভবনে নিরাপদ ও বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা করা আছে। বিজেএমসি'র মিলসমূহে কোন ডাইং কার্যক্রম না থাকায় অপরিশোধিত পানি নিস্কাশন করা হয় না।

- বিজেএমসি'র প্রধান কার্যালয় এবং সকল মিলে মহিলাদের জন্য আলাদা শৌচাগারের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

বাংলাদেশ পাটকল করপোরেশেন এর এসডিজি ইউনিট কর্তৃক আয়োজিত বিজেএমসি'র কর্মকর্তাদের সাথে এসডিজি বিষয়ক দিনব্যাপী কর্মশালা গত ১৩/০৪/২০২২ তারিখে বিজেএমসি'র বোর্ড সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মশালার মূল প্রবন্ধ উপস্থাপক বিজেএমসি'র মাননীয় চেয়ারম্যান জনাব মুহাম্মদ সালেহউদ্দীন, এসডিজি এর লক্ষ ও অর্জন বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

চিত্র : এসডিজি বিষয়ক দিনব্যাপী কর্মশালা

৪র্থ শিল্পবিপ্লব

Fourth Industrial Revolution (4IR)

৪র্থ শিল্প বিপ্লবরে চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় করণীয় বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা :

চিত্র : ৪র্থ শিল্প বিপ্লবরে চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় করণীয় বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) বাস্তবায়ন

এপিএ স্বাক্ষর অনুষ্ঠান (২০২১-২২) :

২৭ জুন ২০২১ তারিখে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে ২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের সাথে বিজেএমসি'র চেয়ারম্যান মহোদয় চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন।

বিজেএমসি'র ২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির মূল্যায়ন :

বিজেএমসি'র ২০২১-২২ অর্থবছরের কর্মসম্পাদন চুক্তির বার্ষিক মূল্যায়ন শীর্ষক কর্মশালা ৮ ও ২৯ আগস্ট ২০২২ সকাল ১০:০০ ঘটিকায় বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। পরিচালক (গমানি) ও টিম লিডার, উপ-মহাব্যবস্থাপক (প্রশিক্ষণ) ও ফোকাল পয়েন্ট উক্ত কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন। ১ জুলাই ২০২১ হতে ৩০ জুন ২০২২ সময়কালের জন্য সম্পাদিত 'বার্ষিক র্কমসম্পাদন চুক্তি ২০২১-২২'এর বার্ষিক মূল্যায়ন সম্পন্ন হয়েছে। বিজেএমসি কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে ৬৮.৪০ এবং আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দশ্যেসমূহের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে ২৭.৭২ নম্বর প্রাপ্ত হয়েছে। বিজেএমসি'র মোট প্রাপ্ত নম্বর ৯৬.১২। বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ৭টি দপ্তর সংস্থার মধ্যে বিজেএমসি ৩য় স্থান অর্জন করে।

স্বাক্ষরিত/
মোহাম্মদ লিয়াকত আলী
উপ-ব্যবস্থাপক (এমআইএস)
বিজেএমসি, ঢাকা।

স্বাক্ষরিত/
গালিব আহমেদ
উপ-মহাব্যবস্থাপক (এমআইএস)
বিজেএমসি, ঢাকা।